সংক্ষেপে মাওলানা মওদূদী

মু. সাইয়েদ আজম মওদূদী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সংক্ষেপে

মাওলানা মওদূদী (রহঃ)

(সংক্ষেপে **মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)** - কে জানার জন্য)

মু. সাইয়েদ আজম মওদূদী

www.pathagar.com

মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)

মু. সাইয়েদ আজম মওদূদী

প্রকাশনায়: স্যাম (SAM) পাবলিকেশন্স
Email:sampublications@gmail.com

প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি,২০১৭ ইং

গ্রন্থস্বত্ত্বঃ লেখক কর্তৃক সর্বসত্ব সংরক্ষিত।

কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণে:
সাইলেক্স
হোটেল ইন্টারন্যাশনাল (৪র্থ তলা)
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ফোনঃ ০৩১-৬২০৮২৯

মূল্যঃ ৫২.২৫ টাকা মাত্র।

www.pathagar.com

আমার শ্রদ্ধেয় পিতা
আহমেদ আলী প্রামানিক
ও
মমতাময়ী মাতা
আয়শা খাতুন
কে

www.pathagar.com

কিছু কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর, যার অশেষ মেহেরবানীতে তার দীনের খেদমতকারী মাওলানা মওদূদী (রহ:) এর বৃহৎ জীবনী থেকে সর্বসাধারণের জন্য খুব সংক্ষেপে তাঁর জীবনী "সংক্ষেপে মাওলানা মওদূদী" বই খানা প্রকাশ হতে যাচ্ছে।

মাওলানা মওদূদী শতাব্দির অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ও ইসলামী আন্দোলনের বিপ্লবী সিপাহসালার। তিনি ছিলেন ইসলামি জাগরনের অগ্রপথিক। তাঁর সমগ্রজীবন অতিবাহিত হয় কঠোর শ্রম-সাধনায়, অগাধ জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায়। তিনি মুসলিম জাতিকে উপহার দিয়েছেন ইসলামের প্রকৃতরুপ সমৃদ্ধ লেখনী সাহিত্য ও গড়ে তুলেছেন ইসলামি জীবনব্যবস্থা মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগের রূপরেখা। মানুষকে জাহিলিয়াত থেকে মুক্ত করে প্রকৃত ইসলামের ছাঁচে গড়ে তোলার অসাধারণ উপস্থাপনা তাঁর ছিল। যুগে যুগে ঔপনিবাস শাসনের করাতলে মুসলিমগণ যখন ইসলামের ইতিহাস ঐতিহ্য ভুলে গিয়ে বিরুদ্ধবাদীদের রুপরেখাকে ইসলাম মনে করে নিয়েছিল। ইসলামের মধ্যে বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণা অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিল। তখন তিনি তার ক্ষুরধার লেখনী ও কর্মময় জীবনী দিয়ে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন আল্লাহ প্রদত্ত কুরআন ও রাসুল(সা:) প্রদর্শিত বিধান সরূপে মানুষের সামনে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সহ উপস্থাপন করতে। এতে যুগ যুগ ধরে অন্ধকারে নিমজ্জিত চরম বিরোধীতায় তাকে পড়তে হয়েছিল। ফাঁসিকাষ্ট পর্যন্ত যেতে হয়েছিল। তবুও তিনি আল কুরআন ও হাদিসের পথ থেকে চুল পরিমানও বিচ্যুত হননি। মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (র:) চিন্তার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে অর্থনীতি, পরিবার ব্যবস্থা থেকে রাষ্টব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা থেকে দর্শন, ইসলামি সংস্কৃতি, শিক্ষা ব্যবস্থা; সকল ক্ষেত্রেই তাঁর বিচরণ ছিল চিন্তার খোরাক যোগানোর মতো।

ইসলামে যে রাজনীতি, গণতন্ত্র আছে তা তিনি সর্বস্তরের মানুষকে দেখিয়ে দিয়েছেন। নিজে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ইসলামিক রাজনৈতিক দল "জামায়াতে ইসলামী"। মুসলিমগণ পাক ভারত উপমহাদেশে প্রথম সংগঠনের অধীনে সংঘবদ্ধ থেকে দেশপরিচালনায় যথাযথ প্রশিক্ষন নিয়ে নিজেকে একই সাথে ইহকাল ও পরকালের জন্য উপযুক্ত হিসেবে গড়ে তুলবে এমন ব্যাপ্তি ঘটিয়েছেন তাঁর দলের অধীনে নেতা কর্মীগণকে। ইসলামের জন্য নিবেদিত এই মহান

www.pathagar.com

ব্যক্তিকে না জানলে মুসলমানদের অনেক কিছুই অজানা থেকে যায়। ১৪-শত বছরের ব্যবধানে ইসলামের অনেক উত্থান পতনে এই দক্ষিণ এশিয়ায় বিশেষ করে উপমহাদেশে আমরা ইসলাম থেকে অনেক দূরে ছিটকে গিয়েছি। তাই প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার বিপরীতে প্রকৃত ইসলামকে আমরা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারিনি। মাওলানাকে জানার মধ্য দিয়ে, তাঁর লেখনী পড়ে হয়তো মুসলিম জাতি কিছুটা হলেও নিজেদের আবিস্কার করতে পেরেছেন। তাঁকে ও তাঁর লেখনী সম্পর্কে পরিচয় করে দেয়ার জন্যই আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। এই কাজে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই। বিশেষ করে যে সকল লেখকের বই থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত নেয়া হয়েছে, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিদের বইখানা কাজে লাগলেই আমার সার্থকতা।

লেখক

মু. সাইয়েদ আজম মওদূদী

www.pathagar.com

সূচিপত্র

১। ভূমিকা ৭
২। মাওলানার জন্ম ও বংশপরিচয় ৭
৩। মাওলানার বাল্যকাল ৮
৪। মাওলানার শিক্ষা জীবন ৯
৫। মাওলানার কর্মজীবন ৯
৬ মাওলানার চেহারা ও সৌন্দর্য ১১
৭। মাওলানার পারিবারিক জীবন ১২
৮। বিকেলের আসর ১২
৯। রসিক মওদূদী ১৩
১০। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে মাওলানা ১৫
১১। চিন্তার পুর্নগঠনে মাওলানার রচনাবলি ১৬
১২। মাওলানার কতিপয় বৈশিষ্ট্য ১৭
১৩। রাজনীতিতে মাওলানা ১৮
১৪। মাওলানার চিন্তাধারা ২০
১৫। মাওলানার প্রণীত গ্রন্থাবলী ২১
১৬। মাওলানার জীবনপঞ্জী ২৫
১৭। একটি সাক্ষাৎকার ৩২
১৮। মাওলানার প্রিয় গ্রন্থ ৩৫
১৯। চলচিত্র প্রসঙ্গে মাওলানা ৩৬
২০। মাওলানার কিছু মুল্যবান বাণী ৩৭
২১। মাওলানার চিঠি ৪০
২২। অন্যের দৃষ্টিতে মাওলানা মওদূদী ৪২
মহিরুল কাদরী ৪২
বেগম মওদূদী ৪৩
২৩। উপসংহার ৪৬
২৪। দলিল ৪৭

www.pathagar.com

ভূমিকা

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ও ইসলামি আন্দোলনের বিপ্লবী সিপাহসালার মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) ছিলেন ইসলামি জাগরনের অগ্রপথিক। তাঁর সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয় একদিকে কঠোর শ্রম, সাধনা, অগাধ জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় এবং অপরদিকে বিশ্বমানবতার কাছে দীন ইসলামকে তার প্রকৃতরূপে উপস্থাপনায় যেমন তাকে উপস্থাপন করেছে কুরআন হাকিম। তারপর ইসলামকে যারা বুঝলো এবং সত্য বলে গ্রহণ করল তাঁদের কাছে তাঁর দা'ওয়াত ছিলো ইসলামের ছাঁচে গোটা জীবন গড়ে তোলার, বাতিল ব্যবস্থা ভেঙ্গে চুরমার করে ইসলামি জীবনব্যাবস্থা প্রতিষ্ঠার দুর্বার সংগ্রাম করার। তার জন্য তাঁকে হাসিমুখে বরণ করতে হয়েছে অজস্র কটূক্তি, অমূলক অভিযোগ, অপবাদ এবং বিশেষ শ্রেণির পক্ষ থেকে ফতোয়ার অবিরল গোলাবর্ষণ। বারবার তাঁকে যেতে হয়েছে কারার অন্তরালে, এমনকি ফাঁসির মঞ্চে ও অন্ধকার সংকীর্ণ কঠুরীতে।

সর্বশেষ নাবীর পর আর কোনো নাবী আসবেন না বলেই আল্লাহ যুগে যুগে উম্মাতে মুহাম্মদির মধ্যেই এমন ব্যক্তি পয়দা করে এসেছেন যারা শেষ নাবীর শিক্ষাকে সঠিকরূপে আবার মানব জাতির সামনে তুলে ধরার মহান দায়িত্ব পালন করেছেন। এ প্রসঙ্গে রাসুল (সা:) ঘোষণা করেছেন :- "প্রতি শতাব্দীর শুরুতে আল্লাহ তা'য়ালা এই উম্মতের জন্য এমন ব্যক্তি পাঠাবেন যিনি উম্মতের দীনকে নতুন করে পূন:জীবত করবেন"। (আবু দাউদ)।

ইকামতে দ্বীন ও ইসলামের পুনরুজ্জীবনে মাওলানা মওদূদী (র:) এর অবদান যে কত বিরাট, সে কথার বলিষ্ঠ ও বাস্তব সাক্ষী তাঁর রচিত তাফসির গ্রন্থ ও বিপুল ইসলামি সাহিত্য। আর বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া ইসলামি আন্দোলনের রুপরেখা।

মাওলানার জন্ম ও বংশ পরিচয় : সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) ১৯০৩ সালে ২৫ শে সেপ্টেম্বর হিজরি সন ১৩২১ সালের ৩রা রজব ভারতের হায়দারাবাদ রাজ্যের (বর্তমানে অন্ধ্র প্রদেশ) দাক্ষিণাত্যের আওরঙ্গবাদ শহরে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতার নাম সাইয়্যেদ আহমেদ হাসান, যিনি পেশায় একজন আইনজীবী ছিলেন। মাওলানার মায়ের নাম রুকাইয়া বেগম। মাওলানা (রহ:) আল হুসাইন ইবনু আলীর (রা) বংশের বিয়াল্লিশতম পুরুষ । [১] পাক-ভারতের সুফি ও দরবেশ হযরত খাজা মুইনুদ্দীন চিশতীর সাথে মওদুদীর (রহ:)

www.pathagar.com

খান্দানের সম্পর্ক আছে। হিজরি ৩য় শতাব্দীতে হযরত আলী-ফাতেমীয় বংশের একটি শাখা আফগানিস্তানের হিরাট শহরের সন্নিকটে যে স্থানে বসবাস শুরু করেন, সে স্থানটির পরবর্তিতে নাম হয় "চিশত"। ঐ বংশের খ্যাতিনামা ওয়ালীয়ে বযুর্গ শাহ সুফি আবদাল চিশতী (রঃ) ইমাম হাসানের বংশধর ছিলেন। তিনি ৩৫৫ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। পরবর্তিতে ঐ একই বংশের খাজা কুতুবুদ্দিন মওদূদী চিশতী (রঃ) ভারতবর্ষের চিশতীয়া পীরগণের আদিপীর ছিলেন। মওদূদী -খান্দানের উদ্ভব তাঁরই নাম অনুসারে। তিনি ৫৭২ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী ছিলেন কুতুবুদ্দীন চিশতীর নাতি পীর।

মওদূদী খান্দানের পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে আবুল আ'লা চিশতী সর্বপ্রথম ভারতে বসবাস শুরু করেন ৯ম শতাব্দীর শেষভাগে দিল্লীর বাদশাহ সেকেন্দার লোদীর আমলে। তিনি ৯৩৫ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। [২]

আবুল আ'লা চিশতি (রঃ) এর নাম অনুসারে মাওলানা মওদূদীর পিতা জনৈক বুজুর্গের পরামর্শমতো নাম রাখেন সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী। [৩]

মাওলানার বাল্যকাল : মাওলানা মওদুদী (রঃ) এর বাবা ছিলেন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত একজন আইনজীবী। তিনি খুব কমই ধর্ম কর্মের প্রতি খেয়াল রাখতেন। কিন্তু যখন জনৈক বুজুর্গ হাসান মওদূদী কে বলেছিলেন, "দেখ, আল্লাহর ফযলে তোমার একটি পুত্রসন্তান হবে। তার নাম রাখবে আবুল আ'লা মওদূদী। কারন এই নামে একজন প্রসিদ্ধ কামেল পীর তোমাদের পূর্বপুরুষ হিসেবে সর্বপ্রথম ভারতে এসেছিলেন"। মাওলানা মওদূদীর জন্মের ৩ বছর পূর্বে বাবা উক্ত বুজুর্গের নসিহত শোনার পর মনের মধ্যে এক বিপ্লবী পরিবর্তন এনেছিল। পরবর্তিতে পুত্রের জন্মের মাত্র এক বছর পর তিনি সংসারত্যাগী হয়ে খোদার প্রেমে পাগল হয়েছিলেন। এরপর সংসারে ফিরে ইসলামী ও নৈতিক পরিবেশপূর্ণ সংসার পরিচালনা করেন। [৪]

বাল্যকাল থেকেই মাওলানা মাওদূদী তাই ইসলামি পরিবেশে বড় হতে থাকেন। শিশু মওদূদীর কচি হৃদয়ে ইসলামি ভাবধারাপূর্ণ চিত্র অঙ্কিত হলো। পিতার স্বপ্ন ছিলো মওদূদীকে একজন আলেমে দীন বানাবেন, তাই তিনি অন্যান্য বালকদের মতো তাঁকে হাতছাড়া করেননি। সাধারণের সাথে মেলামেশা ও গল্পগুজবে নৈতিকতা ও ভদ্রতা রক্ষা করে চলবার ব্যাপারে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। পিতা শিশু মওদূদীকে উন্নত চরিত্র গঠনের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করেছিলেন। দুষ্ট ও অসৎ সংসর্গে মিশে তার চরিত্র যাতে কলুষিত না হয়, সে বিষয়ে খেয়াল রাখতেন।

www.pathagar.com

একবার বালক মওদূদী চাকরানীর ছেলেকে মেরেছিলেন। ব্যাপারটি শোনার পর পিতা অনুরূপভাবে আপন ছেলেকেও মারার নির্দেশ দেন চাকরানীর পুত্রকে। এতে মওদূদীর ছোট-বড় ভেদে শিক্ষা লাভ হয়। পিতা তার ছেলেকে মাতৃভাষা উর্দু যত্ন করে আয়ত্ত্বে রাখাতেন। পুত্রের ভাষার বিশুদ্ধতা রাখার জন্য বাইরে মিশতে দিতেন না । [৫]

মাওলানার শিক্ষাজীবন : মাওলানা মওদূদীর পিতা সাইয়্যেদ আহমেদ হাসানের ইচ্ছা ছিল তার ছেলেকে বড় আলেমে দীন বানাবেন। তাই তিনি ছোটবেলা থেকেই শিশু পুত্রের শিক্ষক ছিলেন। মাওলানা মাত্র ৩ বছর বয়সেই বর্ণমালা শিখে ফেলেন। বয়স বাড়ার সাথে সাথে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার জন্য গৃহশিক্ষকও রাখা হয় তাঁর জন্য। সে সময় মাওলানার পরিবারের মাতৃভাষা ছিল উর্দু। বাবা তার ছেলেকে বিশুদ্ধ মাতৃভাষা শিখতে যথেষ্ট উদ্যোগী ছিলেন। তিনি নিজে ছেলের সামনে বিশুদ্ধ প্রাঞ্জল উর্দু ভাষা বলতেন। যাতে ছেলের ভাষাও বিশুদ্ধ থাকে।

৯ বছর বয়স পর্যন্ত মাওলানা মওদূদীকে বাড়িতেই বিদ্যাচর্চা করানো হয়। এ সময়ে তিনি আরবি ব্যাকরণ, সাহিত্য এবং ফেকাহ-শাস্ত্রের বিভিন্ন প্রাথমিক পুস্ত কাদি শেষ করেন। পরবর্তীতে মওদূদীর ওস্তাদ মৌলভী নাজীমুল্লাহ হুসাইনীর পরামর্শে তাঁকে আওরংগাবাদের ফোরকানিয়া (উচ্চ) মাদ্রাসায় রুশদিয়া মানের শেষ বর্ষ ৮ম শ্রেনীতে সরাসরি ভর্তি করানো হয়। এ সময় তাঁর বয়স ছিল ১১ বছর। ১৯১৬ সালে মাওলানা মাদ্রাসা ফোরকানিয়া থেকে ম্যাট্রিকুলেশান মানের পরীক্ষায় পাশ করেন। এ সময় তাঁর মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ছিলেন মোল্লা দাউদ। তাদের শিক্ষার মাধ্যম ছিলো উর্দু। তবে রসায়ন, পদার্থ, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস, ভুগোল প্রভৃতি বিষয়েও তখন পড়ানো হতো। প্রখ্যাত আলেম আল্লামা শিবলী নোমান পরিচালিত এসব শিক্ষা-ব্যবস্থায় কোরআন-হাদিস, ফেকাহ, আরবি সাহিত্যের ব্যাকরণ-সহ বিজ্ঞানও পড়ানো হতো। তখন ম্যাট্রিককে মৌলভী, ইন্টামেডিয়েটকে মৌলভী আলেম, আর ডিগ্রি কলেজ কে দারুল উলুম বলা হতো। ম্যাট্রিকের পর হায়দারাবাদ কলেজে ভর্তি হওয়ার পর বাবার অসুস্থতায় তাঁর প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার ইতি ঘটে। [৬]

মাওলানার কর্মজীবন : পিতার অসুস্থতার কারণে ১৯১৬ সালে দারুল উলুমের পড়াশুনা বাদ দিয়ে হায়দারাবাদ থেকে অসুস্থ পিতাকে নিয়ে ভূপালে চলে আসেন। পিতার অসচ্ছলতা ও অসুস্থতায় পরিবারের অর্থনৈতিক হাল ধরার জন্য

www.pathagar.com

মাওলানা ১৯১৮ সালে "মাসিক মদিনা" পত্রিকায় চাকুরী নেন সম্পাদকীয় স্টাফের একজন সদস্য হিসেবে। তখন তাঁর বড় ভাই সাইয়্যেদ আবুল খায়ের মওদূদী বিজনৌর থেকে প্রকাশিত 'মাসিক মদিনা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তবে চাকুরীর দুই মাস পরেই সেখান থেকে চলে আসেন দিল্লিতে। পরে ১৯১৮ সালেই জব্বলপুরের জনৈক তাজউদ্দিন নামক ব্যক্তির 'সাপ্তাহিক তাজ' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব নেন মাওলানা মওদূদীসহ তার বড় ভাই। কিন্তু কিছুদিন পর পত্রিকাটি অর্থের অভাবে বন্ধ হয়ে যায়। মাওলানা দিল্লি ছেড়ে ভূপালে চলে যান। ১৯২০ সালে 'তাজ পত্রিকা' আবার চালু হলে মাওলানাকে সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। তখন তার বয়স মাত্র ১৭ বছর। মওদূদীর নিরলস প্রচেষ্টায় সাপ্তাহিক 'তাজ' 'দৈনিক তাজ' পরিণত হয়। কিন্তু ব্রিটিশ-বিরোধী নিবন্ধ প্রকাশ করায় পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় মাওলানার বাবা সাইয়্যেদ হাসান ইন্তিকাল করেন। ১৯২০-এর শেষে মাওলানা দিল্লিতে চলে আসেন । ১৯২১ সালে পরিচিত হন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের মুফতি কিফায়েতউল্লাহ ও মাওলানা আহমেদ সাঈদের সাথে। তখন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ "মুসলিম" পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিলে মাওলানাকে এর সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। ১৯২৩ সালে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গেলে মাওলানা আবার ভূপালে আসেন, ১৯২৫ সালে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ "আল জমিয়ত" নামে একটি পত্রিকার প্রকাশনা শুরু করলে মাওলানাকে ঐ পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। ১৯২৬ সালে তিনি ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন যখন স্বামী বিকেকানন্দ নিহত হয়। তখন তার বয়স ছিল ২৬ বছর। তিনি তখন জমিয়তের সদস্য ছিলেন না; তবে যোগ্যতা বলেই সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই পত্রিকার সম্পাদক থাকা কালে ১৯২৬ ও ১৯২৭ সালে ২৪ কিস্তিতে তার জ্ঞানগর্ভ লেখা "আল জিহাদু ফিল ইসলাম" লিখে জিহাদ সম্পর্কে মুসলিমদের ধারণা পরিষ্কার করেন যা হিন্দু নেতাদের ইসলাম সম্পর্কে বিরোধিতার প্রতিবাদের হাতিয়ার ছিল। [৭] ১৯২৮ সালে জমিয়তে উলামায় হিন্দ All India National Congress - এর রাজনেতিক স্ট্যান্ডের প্রতি সমর্থন জানালে মাওলানা তাদের পত্রিকা "আল জমিয়ত"-এর সম্পাদকের পদ থেকে ইস্তফা দেন। এ সময় তিনি বিভিন্ন ইসলামি গবেষকদের গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করতে থাকেন। ১৯৩২ সালে আবু মুহাম্মদ মুসলিহ নামের এক ব্যক্তি হায়দারাবাদ থেকে "মাসিক তরজুমানুল কুরআন" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিলে মাওলানাকে সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। এ সময় তার বয়স ছিল ২৯ বছর। অল্পকালের মধ্যেই তিনি ঐ

www.pathagar.com

পত্রিকার মালিকানা নিয়ে নেন। ঐ পত্রিকাটিকে ইসলামি জাগরণের নকিব বলা হয় [৮]। ১৯৩৬ সালের পরে মাওলানা ড. আল্লামা ইকবালের পরামর্শে হয়দারাবাদ ছেড়ে পাঞ্জাবে যাবেন বলে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক বিভাগের প্রধান মানাকি আহসান মাওলানাকে ২৮০০ রুপি মাসিক বেতনে ইসলামিয়াতের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করতে প্রস্তাব দেন। মওলানা তা প্রত্যাখ্যান করেন। [৮:ক] ১৯৩৯ সালে ৭ই সেপ্টেম্বর মাওলানা লাহোর ইসলামিয়া কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। তবে তিনি বেতন নিতে রাজি হননি। পরে ১৯৪০ সালে চাকুরি ছেড়ে দেন।

মাওলানার চেহারা ও সৌন্দর্য : তিনি লম্বা ছিলেন না। তেমন খাটোও ছিলেন না। পরিপুষ্ট দেহের অধিকারী ছিলেন। লালচে সাদা রঙের প্রশস্ত চেহারা বড়ই আকর্ষনীয় ছিল। চেয়ে থাকার মতো চেহারা ছিল। দাড়ি সুন্দর ও মানানসই ছিল। তাঁর বড় দুটি চোখ চেহারাকে আরও আকর্ষনীয় করেছিল। তিনি চশমা পড়তেন। মুখের চেহারার সাথে চশমাও জুতসই মানাতো। তাঁর মুখমণ্ডল চাপা ছিলো না। মুখমণ্ডল ভর্তি স্থূল মাংস মুখকে সতেজ ও গোলাকৃতি দিয়েছিল। তাঁর চোখের ভ্রু আকর্ষনীয় ছিলো। অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, "তিনি সৈয়দ বংশের লোক ছিলেন। সীরাত বইতে রাসুল (সা:)-এর চেহারা মুবারকের যে বর্ণনা-পেয়েছি তার সাথে যতটুকু মিল মাওলানার চেহারায় পেয়েছি বলে আমার মনে হয়েছে এতটা মিল আর কারো চেহারায় দেখিনি" ।[৯] মাওলানা মওদূদীর ব্যক্তিগত অভ্যাস, আচার-আচরণ, বলার ভঙ্গি, চলার ধরন, পোশাক-পরিচ্ছেদ, তাঁর বৈঠকখানার অনাড়ম্বর সাঁজ, তাঁর গোছানো-টেবিল ইত্যাদি কোনোটিই চমৎকার ও সুন্দর বলে স্বীকার না-করে পারা যায় না। [১০] মাওলানার পরিণত বয়সে যখন দাড়ি পেকে যায় তখন তিনি সাদাই রেখেছেন। কোনো কালার করেননি। মাওলানার চুল ছিল রাসুল (স:)-এর তিন স্টাইলের একটির মতো পিছনের দিকের চুল কানের লতি পর্যন্ত। [১১] মাওলানা পাঞ্জাবি, কোর্তা, কোট-সহ আধুনিক ইসলামিক নেতার মতো জুতসই পোশাক পরিধান করতেন। তাঁর পোশাকে তাঁর সৌন্দর্য ফুটে উঠতো। তিনি বড় খাড়া মখমলের টুপি পরিধান করতেন যা তাঁর মাথার সাথে মানানসই হতো।

www.pathagar.com

মাওলানার পরিবারিক জীবন : ১৯৩৭ সালে মাওলানা ৩৪ বছর বয়সে বিয়ে করেন দিল্লির এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে। "দারুল ইসলামে" হিজরত করার এক বছর পূর্বে ১৯৩৭ সালের ৫ই মার্চ [১২] মাওলানা সাইয়েদ বংশের এক মেয়ে মাহমুদা বেগমকে বিয়ে করেন। মাওলানার স্ত্রী ছিলেন ইংলিশে অত্যন্ত পন্ডিত মহিলা। তিনি ছেলেবেলায় দিল্লির এক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াশুনা করতেন। তিনি বালিকা-থাকা অবস্থায় বাইসাইকেল চালানো জানতেন। মাওলানার সাথে তাঁর বিয়ে হওয়ার সময় দেনমোহর নিয়ে দরকষাকষি হয়েছিল। মাওলানা অতি উচ্চাকাঙ্খী মোহরানা ধার্য্য না করে বরং তার সাধ্য অনুযায়ী-অল্প টাকা দেনমোহর হিসেবে দিতে চান এবং তা নগদ বুঝিয়ে দিয়ে বিয়ে করে নিয়ে আসেন। মাওলানার চার ছেলে ও তিন মেয়ে।

বিকেলের আসর : মাওলানার বাড়িতে তাঁর জীবদ্দশায় প্রত্যেকদিন আসর-মাগরিব বিকেলের আসর বসত । তাঁর বাড়ির উঠানে ফুলবাগানে ঘেরা একটি জায়গায় ঘাসের উপর মখমলের চাদর বিছিয়ে এই আসরে-আসা লোকজন বসতেন। এখানেই মাওলানার ইমামতিতে আসর ও মাগরিরের নামাজ হতো। এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকার বিভিন্ন দেশ থেকে লোকজন আসতেন তাঁকে দেখতে ও প্রশ্ন করে উত্তর নিতে। এ-সময় তাঁরা বিভিন্ন জটিল জটিল প্রশ্ন করতেন আর মাওলানার নির্ভুল ও সহজ-সাবলীল উত্তর শুনে মুগ্ধ হতেন। তাঁদের প্রশ্নগুলো ছিল ইসলাম, বিজ্ঞান , রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, সমাজ, সংস্কৃতি, পরিবারিক জীবনাচার, সরকার, সম্পদ ইত্যাদি নিয়ে। [১৩] একবার উড়োজাহাজ বিষয়ে কথা উঠলে মাওলানা এমনভাবে উড়োজাহাজ সম্পর্কে বলেন যেন তিনি একজন বিমান- প্রকৌশলী। তিনি যাবতীয় কলকব্জা, তার গঠন, যান্ত্রিক ক্রিয়া সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করেন, এতে শ্রোতাগণ মুগ্ধ-মনে শুনতে থাকেন [১৪]। একবার ইসরাইলের প্রসঙ্গে কথা উঠলে তখন তাদের আদ্যোপান্ত ইতিহাস, তাদের যুদ্ধকৌশল, তাদের গুপ্তচর বৃত্তি এমনভাবে বর্ণনা করলেন যে, শ্রোতাগণ মনে করলেন যে, তাঁরা কোনো ইসরাইলী পন্ডিতের মুখেই কিছু শুনছেন। [১৫] মাওলানার "শেষ বিকেলের আসর" বইটি পড়লে এমন সব প্রশ্নের উত্তর খুজে পাওয়া যায় যে-প্রশ্নগুলো আমাদের মনে প্রতিনিয়ত ঘুরপাক খায় কিন্তু কেনো লেখকের বই পড়ে উত্তর পাওয়া যায় না। আব্বাস আলী খানের মতে, তিনি এ-যুগের বিশ্বকোষ বা ইনসাইক্লোপিডিয়া ছিলেন। [১৬]

www.pathagar.com

রসিক মওদূদী : মাওলানা মওদূদী ছিলেন একজন আবেদ, মুজাহিদ, প্রখ্যাত আলেমে-দ্বীন। একটি আদর্শিক আন্দোলনের সার্বক্ষণিক নেতৃত্বদানকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন বড় রসিক। তার এ রসিকতার কারনে শুধু শ্রোতাদের আনন্দ দান করা নয়; বরঞ্চ তিনি তাঁর প্রতিভাদীপ্ত ব্যক্তিত্বকে সকলের সাথে একই কাতারে শামিল করে শ্রোতাদের ও সার্বক্ষণিক সঙ্গী সাথী-দেরকে কোনোরূপ হীনমন্যতার শিকার হওয়া থেকে রক্ষা করেন। এ ছিল তার হৃদয়ের সীমাহীন উদারতা, পরকে আপন করার এবং দূরকে কাছে টানার দৃষ্টান্তমূলক মানসিকতা। একবার আইয়ুব আমলে গভীর রাতে মাওলানার বাসায় পুলিশ হানা দেয়। মাওলানার বাসা ও কেন্দ্রীয় অফিস ছিল একই জায়গায়-৫/এ যায়লদার পার্কে। মাওলানাকে ও পুলিশের তালিকাভুক্ত কেন্দ্রীয় নেতাদের পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পুলিশ মাওলানাকে তাঁদের তালিকাভুক্ত মাওলানা মুহাম্মদ ভুট্টু সম্পর্কে জানতে চাইলে মাওলানা বলেন, "ভাই হামারে সাথে ভি এক ভুট্টু হায়।" আইয়ুব মন্ত্রীসভার প্রভাবশালী জাঁদরেল মন্ত্রী যুলফিকার আলী ভুট্টু। মাওলানা এই রসিকতা করে বোঝালেন, জেল, জুলুম , ফাঁসি কোনোটারই তিনি পরওয়া করেন না। পুলিশের পরিবেষ্ঠনীর মধ্যেও উক্ত রসিকতা করে গ্রেপ্তারকৃত নেতাদের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন। মৃত্যু অতি আসন্ন জেনেও তিনি রসিকতা ছাড়েননি। তাঁর মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে জনৈক ব্যক্তি সাক্ষাত করতে গেলে তিনি মাওলানার জন্য পান নিয়ে গেলেন; যদিও তার পান খাওয়ার অবস্থা ছিল না। আগন্তুকের প্রশ্ন ছিল, জান্নাতে পান পাওয়া যাবে কি না ? মাওলানা জবাবে বলেন "ওহো, আপ নিহি জানতে ? ইয়েতে ওয়ারাকুল জান্নাহ (বেহেশতের পাতা) হ্যায়।

আমরিকায় সে সময় আর একটি ঘটনা ঘটে। জনৈক পাকিস্তানের বিচারপতি আফজাল চীমা গেছেন অসুস্থ মাওলানাকে দেখতে। সঙ্গে তাঁর পুত্র। এ-সময় জাষ্টিস এর-পুত্র মুমূর্ষূ মাওলানার ছবি খচ করে তুলে ফেলেন। পিতা তাঁকে অনুমতির বিষয়ে বললেন, মাওলানা বলেন "ভাই শূট আপার করনাহি তু এজাযাত কি কিয়া যরুরৎ"। মাওলানা পূর্ব পাকিস্তান বর্তমান বাংলাদেশের সৈয়দপুরে সফরে গেলে রাতে থাকার জায়গা হয় ডাক বাংলোয়। সেখানে ছিল ব্যাপক মশার উৎপাত। পরদিন সকালে মরহুম আব্বাস আলী খান মাওলানাকে ঘুম কেমন হলো জিজ্ঞাসা করাতে মাওলানা জবাব দেন "ভাই রাতভর মাচ্ছর ফৌজ দর ফৌজ আতে রাহে আত্তর না রা লাগাতে রাহে মচ্ছর দালী ধ্বংস হোক"। এতে বোঝা যায় যে, তার সারা রাত ঘুম হয়নি। একবার দিনাজপুর

www.pathagar.com

সফরে গিয়ে রাতে থাকার জায়গা হয় অ্যাডভোকেট আবুল কাসেম সাহেবের বাড়িতে। এ-বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ না-থাকায়, স্যানিটারি টয়লেট না-থাকায় চরম গরম আর মশার উৎপাতে শোবার ব্যবস্থা করে দেয়ার পর আব্বাস আলী খান তাঁর হাতে একখানা হাতপাখা দিলে তিনি মশারির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন "ভাই এত এক আজীব চীজ হ্যায়। ঘর কে আন্দার ঘর"। [১৭] "মজলিসের আকাশে কথাবার্তার শেষে ফাঁকে ফাঁকে মাওলানার রসিকতার বিদ্যুৎ চমকাতো। তিনি অন্যের কাছ থেকে ধারকরা পুরনো রসিকতা করেননি। তার রসিকতার সবটুকুই রেডিমেড তাজা ও পরিবেশের উপযোগী নাঈম সিদ্দিকী" গোলাম আযম বলেছেন, পাঞ্জাবের সড়কপথে একবার কয়েকটি মোটরগাড়ীতে সফর হচ্ছিল। পেশাব পায়খানার জন্য এক জায়গায় গাড়ি থামানো হলে দেখা গেলো, আশেপাশে পানি নেই তবুও অনেকে দুর দূরান্ত থেকে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে ফিরলেন। মাওলানা জিজ্ঞাস করলেন, পানি পেয়েছেন ? তখন সবাই বলল - "পানি দূর দূরান্তেও নাই!" মাওলানা বলেন, "তাহলে আপনারা ড্রাই ওয়াশ করেছেন নিশ্চয় ?"। আমি উর্দূ ভাষা কম জানতাম। লিঙ্গ কম বুঝতাম। একবার এক ব্যক্তি আমার লিঙ্গ-সংক্রান্ত ভুল ধরে বসলেন। তখন মাওলানাকে বললাম। "এ শব্দটি কী করে পুংলিঙ্গ আর অমুক শব্দটি স্ত্রী লিঙ্গ হলো? তখন মাওলানা বললো মুচকী হেসে। আপনাকে এত লোকের সামনে এসব শব্দের লিঙ্গ দেখাব কেমনে? নাস্তা-শেষে সবাইকে চা পরিবেশন করা হলে আমাকেও দেওয়া হলো। আমি তখন বললাম, 'চা খাই না?' তখন মাওলানা বললেন, "এ দুধের বাচ্চাটিকে দুধ দিন। শিশিতে দিতে হবে না, কাপে দিলেও চলবে !"। একবার নাস্তা সেরে মাওলানার সাথে দেখা করতে গেলে দেখলাম তারা নাস্তা-শেষে চা খাচ্ছেন। কলার খোলসের স্তুপ দেখিয়ে মাওলানা বললেন, "কলা খান"। আমি বললাম, "আমার জন্য তো রাখেননি । শুধু খোলস দেখছি"। মাওলানা বললেন, "আমরা বাহিরের পোশাক দেখেই তো চিনতে পারি আযম সাহেব এসেছেন। ভেতরটা কি খুলে দেখি?"

মাওলানা ঠান্ডা পানি পছন্দ করতেন। একবার শীতকালে ঢাকায় এলে পানি তেমন ঠান্ডা না- থাকায় বললেন, "শীত কালেও ঠান্ডা পানি খাওয়াতে পারলেন না ? আল্লাহর কাছে কি জবাব দেবেন! {১৭.১}

www.pathagar.com

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে মাওলানা : মাওলানা মওদূদী আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্পায়ন, যান্ত্রিকীকরণ, অর্থনৈতিক উন্নতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে মুসলমানদের নেতা হতে পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি সব সময় মিশরের হাসান আল বান্নার উদাহরণ দিতেন যে, বান্না সাহেব মিসরে ভারী শিল্প-কারখানা স্থাপনকে ধর্মীয় কর্তব্য মনে করতেন। ১৯৮৪ সালে মরিয়ম জামিলা মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদকে এক মাহফিলে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "জামায়াতে ইসলামী কি, আধুনিক বিজ্ঞানের যাবতীয় অবদান ও প্রয়োগ যথা, উন্নত প্রযুক্তি অর্থনৈতিক উন্নতি, শিল্পায়ন প্রভৃতি পাকিস্তানের জন্য সমর্থন করে কি না ? তিনি জবাবে বলেন "এই সব ক্ষেত্রে আমরা মুসলমানরাই হব নেতা। "মুসলমানগন যেন ধর্মে আধুনিক প্রযুক্তি সন্নিবেশিত করেন ও শিল্প ক্ষেত্রে প্রয়োগ এ অবদান রাখেন, এ ধারণা দিয়ে আল্লামা ইকবাল তার প্রখ্যাত "ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনগঠন" শীর্ষক বক্তৃতায় যে মন্তব্য করেন মাওলানা মওদূদী তাতে পূর্ণ একমত ছিলেন। মাওলানা পাশ্চাত্যের আধুনিকীকরনকে গ্রহণ করতে বলেছেন, তবে সংস্কৃতিকে প্রত্যাখান করতে বলেছেন। মাওলানা বিজ্ঞানকে শুধুমাত্র মানবকল্যাণে নিয়োগ করার ক্ষেত্রে অভিমত দিয়েছেন। তিনি যুদ্ধকালীন ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহৃত বিজ্ঞানের নিন্দা করেন। বিজ্ঞান শান্তির সময়ে ধ্বংসাত্মক হতে পারে-তা তিনি বিশ্বাস করতেন না। ১৯৬৮ সালে তার গৃহে এক মধ্যহ্ন ভোজের পর ইসলামে জন্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়ে পশ্চিমাদের বিরোধিতার প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "পারমাণবিক বিস্ফোরনের দ্বারা তারা এন্টার্কটিকার বরফের টুপি গলাতে পারে এবং অতিরিক্ত জনসংখ্যা সেখানে বসবাসের সুযোগ দিতে পারে। অথবা তারা তাদেরকে মহাশূন্যে বা অন্যত্রও পাঠাতে পারে। উত্তর মেরুর বরফের পাহাড় গলিয়ে তারা মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমিতে পানি সিঞ্চনও করতে পারে অথচ পশ্চিমা বিজ্ঞানীরা শুধুমাত্র পারমাণবিক শক্তি দিয়ে পারমাণবিক বোমা বানায়।" [১৮] তিনি বিজ্ঞানের অতিমাত্রায় ব্যবহারে পরিবেশের হুমকি হবে কি না এই প্রশ্নের জবাবে বলেন, "বিজ্ঞানীরা এরও সমাধান করতে পারবে।" তার সময়ের উপমহাদেশের আলেম ওলামাগন যখন বিজ্ঞান আর্শীবাদ না অভিশাপ এসব নিয়ে চিন্তায় মগ্ন থাকতেন তখন মাওলানা নির্দ্বিধায় বিজ্ঞানের ব্যবহারকে ইসলামের প্রচারে কাজে লাগাতে অভিমত দিয়েছেন। ১৯৪৩ সালে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র:) মসজিদে মাইক ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ফতোয়া দেন অথচ মাওলানা অনেক আগেই ১৯৩৭ সালে ওলামাদের সাথে একমত না-হয়ে মসজিদে মাইক ব্যবহার করা ইসলামের স্বার্থে ভালো বলে

www.pathagar.com

ফতোয়া দেন। এবং তার ভাষা হয় এই যে, যারা মাইক ব্যবহার করে শয়তানি করবে আমরা সেই মাইক ব্যবহার করে শয়তানি ঢেকে দিয়ে আল্লাহর কালাম উঁচিয়ে ধরব এবং তিনি ফতোয়া দেন, শুধুমাত্র দুস্কৃতি ও অশ্লীলতার সম্প্রসারণে মাইকের ব্যবহার অবৈধ। [১৯] মাওলানা মওদূদী নিজে টেলিফোনে কথা বলতেন। তিনি আধুনিক যানবাহনে চড়ে চলাচল করেছেন, অসংখ্যবার বিদেশ সফর করেছেন প্লেনে চড়ে। তিনি আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বিশ্বাসী ছিলেন। নিজের অসুস্থতায় তিনি অপারেশন করিয়ে নিয়েছেন মূত্রথলির পাথর বের করতে। মাওলানা নিজে বক্তৃতায় মাইক ব্যবহার করেছেন। মাওলানা সংগীত শুনতেন রের্কডারের ও রেডিওর মাধ্যমে। তিনি সিনেমাও দেখেছেন। ১৯৪৮ সালে মাওলানা ৬,২০,জানুয়ারি , ১০ই ফেব্রুয়ারি, ২, ১৬, ই মার্চ পাকিস্তান রেডিওতে ভাষণও দিয়েছেন। [২০]

চিন্তার পুনর্গঠনে মাওলানার রচনাবলি : মাওলানা মওদূদী বিংশ শতাব্দীর ইসলামি পুনর্জাগরণের অগ্রপথিক, ইসলামি আন্দোলনের বীর সৈনিক, বিশ্বনন্দিত প্রতিভাধর আলেমে দ্বীন, অনন্য সাংগঠনিক যোগ্যতার অধিকারী প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তি ও বাতিল মতাদর্শসমূহের আভ্যন্তরীণ রোগাক্রান্ত অঙ্গসমূহের ব্যবচ্ছেদকারী সুচিকিৎসক, ইসলাম ও যুগান্তকারী ইসলামী আদর্শের অনুসারী ব্যক্তিত্বসমূহের উপর আরোপিত অপবাদসমূহের তাত্ত্বিক খন্ডনকারী। মাওলানা মওদূদী পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ উপমহাদেশের ঘুমন্ত মুসলমানদের শ্রবণে অনুরণিত করেছিলেন ইসলামের নির্ভেজাল মূলমন্ত্র। তিনি কুরআন-হাদিসের আলোকে ইসলামের সমরনীত, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং ইসলামি কৃষ্টি সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা যুক্তিবাদী বিবেকের কাছে তুলে ধরেন। তিনি একাধারে ছিলেন একজন যুক্তিবাদী দার্শনিক, সুসাহিত্যিক, কুরআন-হাদিসের উদারনৈতিক গবেষক। মননশীল প্রাবন্ধিক, আরবি সাহিত্যের নিখুঁত সমঝদার, অলংকারশাস্ত্রবিদ, আইনবিদ, ইতিহাস বিশারদ এবং নিরলস জ্ঞানসাধক। ইসলামিক চিন্তা থেকে তাঁর কিছু সৃজনকর্ম হলো। - তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত, রেসালায়ে দীনিয়াত/খুতুবাত, খেলাফত ও মুলকিয়াত, সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং, ইসলামী শাসনতন্ত্র ও আইন, মাসয়ালাতে কাওমিয়াত, ইসলামী হুকুমাত কিসতারাহ কায়েম হোতি হ্যায়, তরজুমানুল কুরআন, রাসায়েল মাসায়েল, তানকীহাত, ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা। কাদিয়ানী সমস্যা, সুন্নাত ফী আইনী হাইসিয়াত, ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ, আল জিহাদু ফিল

www.pathagar.com

ইসলাম, তাফহীমুল কুরআন।এ রকম কঠিনতম বিষয়ে তিনি ইসলামের ধারণা আমাদের দিয়েছেন [২১]

মাওলানার কতিপয় বৈশিষ্ট্য : মাওলানা মওদূদীর চিন্তায় পরিচ্ছন্নতা ও সাংগঠনিক শৃঙ্খলার ছাপ পাওয়া যায়। তার সব কিছুই পরিপাটি ছিল। আমিরে জামায়াত হিসেবে কাগজপত্র, চিঠির জবাব দেওয়া, ফাইলপত্রের পোস্ট দেওয়া, সংরক্ষণ করা ইত্যাদি। তাঁর টেবিল সব সময় গোছালো থাকতো। কলম, পেন্সিল, পেপার ওয়েট, কলমদানি, বই, খাতা সব গোছালো ও নির্দিষ্ট জায়গায় থাকত। তার রুম সব সময় গোছালো ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতেন। তিনি পান খাওয়া সত্ত্বেও দাঁত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতেন। তিনি বিলাসী ছিলেন না। তবে পোশাক পরিচ্ছদ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতো। সেরওয়ানি খুলে সোজা করে ঝুলিয়ে রাখতেন, ভাজ রাখতেন না। কোথাও সফরে গেলে সুটকসে প্রয়োজনীয় সবকিছু গুছিয়ে নিতেন। তিনি ছোট খাটো বিষয়েও শৃঙ্খলা মেনে চলতেন। পত্রিকা পড়া-শেষে সুন্দর করে ভাঁজ করে রাখতেন। তাঁর প্রয়োজনীয় জিনিস পাতি নির্দিষ্ট জায়গায় গোছানো থাকত। গোলাম আযম বলেন, তিনি লাহোরে গেলে তাঁর খেদমত করার সুযোগ পাননি। কারণ কাপড়ের জায়গায় কাপড় রাখা গুছিয়ে, টেবিলে বইখাতা সাজানো। তোয়ালে যথাস্থানে ঝুলানো। দাঁতের ব্রাশ-পেষ্ট যথাস্থানে রাখা। অসুন্দর মনে হয় এমন কিছুই তার মধ্যে পাওয়া যেতো না [২২]

মাওলানার মেজাজ ছিলো ভারসাম্যপূর্ণ। তিনি কখনো রাগ দেখাতেন না। অসন্তোষের ভাব ফুটে তুলতেন রাগের কারণ হলে। একবার তাকে পারবতিপুর ষ্টেশনে কয়েক জন জিজ্ঞেস করেন, "আপনি কোথায় যাচ্ছেন"? তখন তিনি বলেন, "আমি যাচ্ছি না। আমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।" এখানে তিনি অসন্তুষ্টির ভাব এভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। [২৩] মাওলানার খাদ্য- অভ্যাস ছিল পরিমিত। তিনি খুবই কম খেতেন। সাধারণত লোকজন পেট পুরেই খায় কিন্তু তিনি রাসূলের হাদিস অনুযায়ী খান। তিনভাগের মধ্যে ১ ভাগ খাদ্য দিয়ে ভরতেন। তিনি ধীরে-সুস্থে খেতেন। খাওয়ার সময় তাড়াহুড়া করতেন না। তিনি ভাত বা পোলাও কম পছন্দ করতেন। রুটিই বেশি খেতেন। ভাত খেলে চামচ দিয়ে ভাত থালাতে উঠিয়ে নিতেন। রুটি খেলে আঙ্গুলে রুটি ছিড়ে এমনভাবে সালুন লাগিয়ে মুখে দিতেন যাতে হাতে সালুন না- লাগে। তিনি গোস্ত ও সবজি পছন্দ করতেন। মাছ কম পছন্দ করতেন। তিনি ভাত খাওয়ার সময় মাছে কাটা নেই নিশ্চিত হয়ে খেতেন। তাঁর দাঁতের অবস্থা বৃদ্ধকালে ভালো ছিল না বলে মুরগির

www.pathagar.com

হাড় খাওয়া সম্পর্কে বলেন "এককালে আমিও পারতাম কিন্তু মুরগি আমার দাঁত থেকে আজাদি হাসিল করেছে"। [২৪] মাওলানা একবার রংপুর জেলার সৈয়দপুরে আসেন। বিকেলে শহরের এক ব্যবসায়ীর সাথে আলাপের এক পর্যায়ে বলেন, "আপনি কি করেন " ? ব্যবসায়ী উত্তর দিলেন "চামড়ার ব্যবসা করি"। মাওলানা -কিসের চামড়া? মুরগীর না কি ? ভদ্রলোক একটুখানি অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "জি না, গরু ছাগলের চামড়ার"। মাওলানা বললেন "ওহ তাই নাকি ? ঢাকা থেকে যেখানেই গিয়েছি সেখানেই মুরগির মাংস খেয়েছি। কোথাও খাসির মাংসের দেখা পাই নি। তাই মনে হল এদেশে বুঝি মুরগির চামড়ারও ব্যবসা চলে"। বুদ্ধিমান মেজবানের আর বুঝতে বাকি রইল না যে, মাওলানাকে খাসির গোস্ত খাওয়াতে হবে। [২৫]

মাওলানা রাজনীতিতে : ১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত প্রথম মহাযুদ্ধ চলাকালে জার্মানির পক্ষ নিয়েছিল তুরস্ক। সেখানে তখন ওসমানি খিলাফত ছিল। ১৯১৯ সালে ভারতবর্ষের মুসলমানরা তুরস্কের পক্ষ নিয়ে তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলেন এই আন্দোলনের নাম দেয়া হয় খিলাফত আন্দোলন। এর প্রধান ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ আলী, আর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন হুসাইন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। ১৯১৮ সালে গঠিত জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ এই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানায়। ১৯২০ সালে মাওলানা যখন জব্বালপুর থেকে প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক তাজ' প্রত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তখন তিনিও ঐ আন্দোলনের মধ্যে শামিল হন। জব্বালপুরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন জনসভায় তাকে বক্তৃতা দিতে দেয়া হতো। ১৯২৫ সালে মাওলানা জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের "আল জমিয়ত" নামক পত্রিকার সম্পাদনা করতে থাকেন। এ ক্ষেত্রে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের সাথে তার উঠাবসা চলতে থাকে। তিনি বিভিন্ন লেখালেখির মাধ্যমে জমিয়তকে পরিচিত করাতে থাকেন। ১৯২৬ -২৭ সালে ২৪টি কিস্তিতে "আল জিহাদু ফিল ইসলাম" নামে মুসলমানদের প্রকৃত জিহাদের উপর লেখনি তুলে ধরেন। কিন্তু ১৯২৮ সালে 'জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ' 'অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেস'কে সমর্থন দিলে মাওলানা জমিয়তের পত্রিকার সম্পাদনা থেকে ইস্তফা দেন।

১৯০৬ সালে অল ইন্ডিয়াতে মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষা করতে মুসলিম-লীগ গঠিত হলেও তাঁরা প্রকৃত অর্থে ভারতের রাজনীতিতে কংগ্রেসের পক্ষপাতিত্ব করায় মাওলানা অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগে যুক্ত হননি। [২৬] ব্রিটিশ কর্তৃক মুসলিমদের শোষণ, নির্যাতন বঞ্চনার প্রতিবাদে এবং মুসলিম সমাজকে জাগ্রত করতে মাওলানা তাঁর কলম চালাতে থাকেন। ১৯৩৮ সালে একজাতির তত্ত্বের পক্ষে

www.pathagar.com

মাওলানা হুসাইন আহমেদ মাদানি লিখলে এর প্রতিবাদ স্বরূপ মাওলানা লেখেন "ইসলাম ও জাতিয়তাবাদ" যা পরে মুসলিম লীগ ফটোকপি করে বিতরণ করে দ্বি-জাতি তত্ত্বের পক্ষে মুসলমানদের মাঝে প্রচারনা চালায় ও জনসমর্থন আদায় করতে সক্ষম হয়। ১৯৩৯ সালে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে মাওলানা তার 'তরজুমানুল কুরআনে' ইংরেজদের মুখোস খুলে দিয়ে তাদের সম্পর্কে মুসলমানদের সচেতন হতে বলেন। তিনি বলেন, ইংরেজরা ইসরাইলিদের সাথে নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের বীজ বুনে দিয়েছে। ১৯৩৪ সালে মিঃ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ কংগ্রেস ছেড়ে মুসলিম লীগে এসে 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ' এর সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪০ সালের ২২, ২৩, ও ২৪ই মার্চ লাহোরে মিন্টুপার্কে মুসলিমলীগের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৩ শে মার্চ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে আলাদা রাষ্ট্র আর হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে আলাদা রাষ্ট্র তৈরিতে "লাহোর প্রস্তাব" নামে একটি প্রস্তাব শেরে-বাংলা এ.কে ফজলুল হক পেশ করেন। যাতে মাওলানার চিন্তা তাঁরা নিয়েছিল। কিন্তু তারা ইসলামি রাষ্ট্র গঠন করতে চাইলেও ইসলামি নেতৃত্ব তৈরি না-করায় এ বিষয়ে মাওলানা [২৭] ১৯৪০সালের ১২ সেপ্টেম্বর আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিয়ে নেতাদের জানিয়ে দেন "ইসলামি রাষ্ট্র কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে"। ১৯৪১ সালে মাওলানা অনুভব করেন, প্রকৃত ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে প্রকৃত ইসলামি ব্যক্তিত্ব তৈরি প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে ২৬ শে আগষ্ট ৭৫ জন ব্যক্তির সমন্বয়ে জামায়াত প্রতিষ্ঠা করেন। সর্বসম্মতক্রমে এর আমির নির্বাচিত হন তিনিই। এই সংগঠন পরিচালনার জন্য যাবতীয় নেতৃত্বের গুণাবলি তিনি অর্জন সহ সকল পর্যায়ের জনশক্তিদের সেই মানে তৈরী হওয়ার জন্য কুরআন, হাদিস ও ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য থেকে নানা লেখনী তুলে ধরেন। সেই সাথে ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হলে নতুন ইসলামিক রাষ্ট্র যখন অনৈসলামিক ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে তখন তিনি দলগতভাবে এর প্রতিবাদে আন্দোলন করেছেন। এজন্য পাকিস্তান সরকারের রোষানলে পড়ে বহুবার তাকে কারাবরণ করতে হয়েছিল। একবার তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আদেশ হয়েছিল। ১৯৭২ সালে মাওলানা জামায়াতে ইসলামীর আমির থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করে রাজনীতিতে "ক্ষমতার লোভহীনতার" দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন।

www.pathagar.com

মাওলানার চিন্তাধারা : আজ মুসলমানদের মধ্যে ইসলামকে সঠিকভাবে জানার, মানার ও প্রতিষ্ঠিত করার যে জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে, এ জাগরণের বাস্তব পরিস্থিতি সৃষ্টিতে প্রাণশক্তি জুগিয়েছেন সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ:) এর সংস্কারমূলক চিন্তাধারা। তিনি সারা বিশ্বে বিশেষ করে উপমহাদেশে মুসলমানদেরকে প্রকৃত ইসলাম কী এবং তার রূপরেখা কী তা নিজে করে, বক্তৃতা দিয়ে ও লেখালেখির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। এক ঝাঁক প্রকৃত ইসলামি ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে অসামান্য অবদান রেখেছেন। তার চিন্তাধারাগুলোর মধ্যে রয়েছে। [২৮]

- ❖ সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর।
- ❖ ইসলাম শুধু ধর্ম নয়, পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।
- ❖ দাবি নয় কাজ করলেই কেবল মুসলমান থাকা যায়।
- ❖ দ্বীন বিজিত থাকার জন্য নয়। বিজয়ী হবার জন্য এসেছে।
- ❖ জামায়াতি (সংঘবদ্ধ) জীবন ফরজ।
- ❖ সংগঠন ও আন্দোলন সৃষ্টি।
- ❖ মানবরচিত মতবাদসমুহের বিনাশী চেহারা উম্মোচন।
- ❖ ইসলামি অর্থনীতি ও ইসলামি ব্যাংক-ব্যবস্থার ধারণা প্রতিষ্ঠা।
- ❖ ইসলামে রাজনীতি হারাম নয় বরং ফরজ-এ ধারণা প্রতিষ্ঠা করা।
- ❖ দ্বীনমুক্ত দুনিয়ার ধারণা তিনি নিরসন করেছেন।
- ❖ ব্যক্তিদেরকে নয়, আল্লাহর রাসূলকে অনুসরণ করার ধারণা তিনি সৃষ্টি করেছেন।
- ❖ কাদিয়ানি মতবাদের কুফরি চেহারা উম্মোচন করেছেন।
- ❖ হাদিস ও সুন্নাহ অস্বীকারকারীদের ভ্রান্ত ধারণা উম্মোচন করেছেন।
- ❖ নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় দ্বীন কায়েমের আন্দোলন পরিচালনার ধারণা সৃষ্টি।
- ❖ আল্লাহর আইন প্রবর্তনের শ্লোগান জনপ্রিয় করেছেন "নারায়ে তকবির, আল্লাহু আকবার"
- ❖ তাকওয়া পরহেজগারির সঠিক ধারণা ও নুবুয়্যতি পদ্ধতি চালু।
- ❖ রাসূল (স:) এর পদ্ধতিতে আন্দোলনের উপযোগী লোক তৈরির প্রক্রিয়া।
- ❖ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে সততা ও বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের উপযুক্ত নেতৃবৃন্দ তৈরি (আব্বাস আলী খান, এ কে এম ইউসুফ, নিজামী, মুজাহিদ)
- ❖ দ্বীনদারির ভিত্তিতে মিস্টার ও মাওলানার মধ্যে ব্যবধান নিরসন করেছেন।
- ❖ নারীপুরুষ, ছাত্রছাত্রী সকলের মধ্যে ইসলামী আন্দোলন সৃষ্টি।
- ❖ দ্বীনকে বিজয়ী করতে মজবুত সংগঠন ও আন্দোলন সৃষ্টি করেছেন।

www.pathagar.com

- ❖ কুরআন বুঝা ও মানার ধারণা ও প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন।
- ❖ সঠিক পর্দাপ্রথার প্রচলনে নারী পুরুষকে উদ্যোগী করেছেন।
- ❖ আদর্শ ইসলামি পরিবার সৃষ্টিতে অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন।
- ❖ ব্যাপক বই রচনা, বই পড়ার অভ্যাস সৃষ্টি ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী করেছেন এবং ইসলামি সাহিত্যের ব্যাপক প্রসারে করেছেন।
- ❖ ইসলামি শিক্ষা ও আদর্শের ভিত্তিতে স্কুল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করতে উদ্দ্যোগী করেছেন। (ইসলামী শিক্ষা-ব্যবস্থার রূপরেখা দিয়েছেন)
- ❖ ওয়াজ নসিহতের সহিহ ধারা প্রবর্তনে সহায়তা করেছেন।
- ❖ শিরক, বিদয়াত ও জাহিলিয়াত সম্পর্কে সচেতন করেছেন।
- ❖ নামাজের জামায়াত ও মসজিদ কায়েমের উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছেন।
- ❖ ইসলামি ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও মতপার্থক্য দূরীকরণে উদার মানসিকতা সৃষ্টি করেছেন।
- ❖ ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে পাশ্চাত্য ও অন্যান্য সভ্যতার পার্থক্য তুলে ধরে মুসলমানদের স্বতন্ত্র সত্ত্বা বজায় রাখতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

মাওলানা প্রনীত গ্রন্থাবলি :

কুরআন

১। তরজমায়ে কুরআন মাজীদ। পৃ: ১২৪৮
২। তাফহীমুল কুরআন। ১-১৯ খণ্ড। পৃ: ৪১৬৫
৩। তাফহীমুল কুরআনের বিষয়সূচি। পৃ: ৫৪০
৪। কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা। পৃ: ১১৯
৫। কুরআনের মর্মকথা। পৃ: ৪৮

হাদিস/ সুন্নাহ

৬। সুন্নাতে রাসুলের আইনগত মর্যাদা। পৃ: ৩৩৬
৭। হাদিসের আলোকে কুরআনের মহত্ত্ব ও মর্যাদা। পৃ: ১৩৩

ইসলামি জীবন দর্শন

৮। ইসলাম পরিচিত। পৃ: ১১২
৯। তাওহীদ রিসালাত আখিরাত। পৃ:৪৪
১০। ইসলামের জীবন পদ্ধতি পৃ: ৫৫
১১। একমাত্র ধর্ম ইসলাম। পৃ: ৪৫
১২। শান্তির পথ। পৃ: ২৭

www.pathagar.com

১৩। ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা। পৃ: ২৭৯
১৪। নির্বাচিত রচনাবলি। ১-৩ খণ্ড। পৃ: ১৩৪৪
১৫। আল জিহাদ। পৃ: ৫৯২
১৬। ইসলাম ও জাহিলিয়াত । পৃ: ৪৮
১৭। ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব। পৃ: ২২৮
১৮। ইসলামি জীবন ব্যবস্থার মৌলিক রূপরেখা। পৃ: ৩৮৪
১৯। ইসলামি দাওয়াতের দার্শনিক ভিত্তি। পৃ: ৩২
২০। ইসলামের নৈতিক দৃষ্টিকোণ। পৃ: ৩২
২১। ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ। পৃ: ১১৯
২২। ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার। পৃ: ২৪
২৩। ইসলামে শক্তির উৎস। পৃ: ৬৭
২৪। কুরবানীর শিক্ষা। পৃ: ৪৮
২৫। ইমানের হাকিকত। পৃ: ৪৮
২৬। ইসলামের হাকিকত। পৃ: ৪৪
২৭। নামায রোজার হাকিকত। পৃ:৬৫
২৮। হজের হাকীকত। পৃ: ৪৮
২৯। যাকাতের হাকীকত। পৃ: ৫৮
৩০। জিহাদের হাকীকত। পৃ: ২৮
৩১। তাকদীরের হাকীকত। পৃ: ১০২
৩২। শিক্ষা ব্যবস্থা : ইসলামী দৃষ্টিকোণ। পৃ: ১৩৩

আইন, রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

৩৩। ইসলামী আইন। পৃ: ৬৩
৩৪। ইসলামী রাষ্ট্র। পৃ: ৭০০
৩৫। খেলাফত ও রাজতন্ত্র। পৃ: ২৯৪
৩৬। ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ। পৃ: ৬৩
৩৭। উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান। ১-খণ্ড। পৃ:৮৭৭
৩৮। ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রনয়ণ। পৃ: ৮৬
৩৯। ইসলামী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি। পৃ: ৮৬
৪০। মৌলিক মানবাধিকার। পৃ: ৩২
৪১। ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার । পৃ: ৫০
৪২। দক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক ইতিহাস। পৃ: ২৮৬

www.pathagar.com

৪৩। কুরআনের রাজনৈতিক শিক্ষা। পৃঃ
৪৪। জাতীয় ঐক্য ও গণতন্ত্রের ভিত্তি । পৃঃ২৪
৪৫। মুরতাদের শাস্তি। পৃঃ ৬৮

ইসলামি আন্দোলন ও সংগঠন

৪৬। ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি। পৃঃ ৪৭
৪৭। ইসলামি রেনেঁসা আন্দোলন। পৃঃ ১২২
৪৮। জামায়াতে ইসলামির উদ্দেশ্য ইতিহাস কর্মসূচী। পৃঃ ৮০
৪৯। আল্লাহর পথে জিহাদ। পৃঃ ৩২
৫০। ইসলামি আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি। পৃঃ ৬২
৫১। ইসলামি আন্দোলন সাফল্যের শর্তাবলী। পৃঃ ৬৪
৫২। মুসলমানদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মসূচী। পৃঃ ৭৮
৫৩। ইসলামি বিপ্লবের পথ। পৃঃ ৫৬
৫৪। ইসলামি আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচী। পৃঃ ১৩৪
৫৫। আন্দোলন সংগঠন কর্মী। পৃঃ ২২৪
৫৬। দায়ী ইলাল্লাহ ও দাওয়াত ইল্লাল্লাহ। পৃঃ ৪২
৫৭। ভাঙ্গা ও গড়া। পৃঃ ৩২
৫৮। একটি সত্যনিষ্ঠ দলের প্রয়োজন। পৃঃ২৩
৫৯। শাহাদতে হুসাইন (রাঃ) পৃঃ ১৬
৬০। বিশ্ব মুসলিম ঐক্যজোট আন্দোলন। পৃঃ ৪৩
৬১। সত্যের সাক্ষ্য। পৃঃ৪০
৬২। আজকের দুনিয়ায় ইসলাম। পৃঃ ৪২
৬৩। জামায়াতে ইসলামীর ২৯ বছর। পৃঃ ৫৪

অর্থনীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থা

৬৪। ইসলামী অর্থনীতি। পৃঃ ৩২৮
৬৫। অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান। পৃঃ ৩৮
৬৬। কুরআনের অর্থনৈতিক নির্দেশিকা। পৃঃ ৫০
৬৭। ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ। পৃঃ ১২৬
৬৮। ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি। পৃঃ ৩১
৬৯। সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং। পৃঃ ৩০২
৭০। ভুমির মালিকানা বিধান। পৃঃ ৯৬

www.pathagar.com

দাম্পত্য জীবন ও নারী

৭১। পর্দা ও ইসলাম। পৃ: ২৮০
৭২।স্বামী স্ত্রীর অধিকার। পৃ:১৫১
৭৩। ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ। পৃ: ১৩১
৭৪। মুসলিম নারীর নিকট ইসলামের দাবি। পৃ: ২৪

তাযকিয়ায়ে নফস

৭৫। হিদায়াত। পৃ: ৫৫
৭৬। ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা। পৃ: ২৭৪
৭৭। ইসলামী ইবাদতের মর্মকথা। পৃ: ৮৮
৭৮। আত্মশুদ্ধির ইসলামী পদ্ধতি। পৃ: ৪৮

সীরাত

৭৯। সীরাতে সরওয়ারে আলম। ১-৫ খণ্ড। পৃ: ১২৭৬
৮০। খতমে নবুওয়াত। পৃ: ৭৫
৮১। নবীর কুরআনী পরিচয়। পৃ: ৪০
৮২। আদর্শ মানব। পৃ: ৩২
৮৩। সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা। পৃ: ৪০

সামগ্রিক

৮৪। রাসায়েল ও মাসায়েল। ১-৫ খন্ড। পৃ: ১৬৭৯
৮৫। যুবসমাজের মুখোমুখি মাওলানা মওদূদী। পৃ: ৪৫০
৮৬। যুগ জিজ্ঞাসার জবাব। ১-২ খণ্ড। পৃ: ৪৪৮
৮৭। বিকেলের আসর। ১-২ খণ্ড পৃ: ২৫০
৮৮। পত্রাবলী। ১-২ খন্ড। পৃ: ৪৫৫
৮৯। বেতার বক্তৃতা।
৯০। মাওলানা মওদূদীর সাক্ষাৎকার। পৃ: ৪০০
৯১। খুতবাতুল হারাম। পৃ: ৩৮
৯২। পত্রালাপ মাওলানা মওদূদী ও মরিয়ম জমিলা। পৃ: ২০০
৯৩। কাদিয়ানী সমস্যা। পৃ: ৭০

www.pathagar.com

মাওলানার জীবনপঞ্জি

১৯০৩ সালের ২৫ শে সেপ্টেম্বর ভারতের হায়দারাবাদের আওরঙ্গবাদ শহরে জন্ম গ্রহন করেন।

১৯০৬-১৯১৩ সাল গৃহে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন।

১৯১৪ সালে ১১ বছর বয়সে মৌলভী পরীক্ষায় পাশ।

১৯১৬ সালে দারুল উলুম হায়দারাবাদে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ভর্তি।

১৯১৭ সালে পিতার অসুস্থতায় শিক্ষাজীবন বন্ধ করে ভুপালে অবস্থান।

১৯১৮ সালে মাত্র ১৫ বছর বয়সে 'মাসিক মদিনা' পত্রিকার সম্পাদক।

১৯১৮ সালে খিলাফত আন্দোলনে যোগদান।

১৯১৯ সালে আঞ্জুমানে ইয়ানতে নযরবন্দানে ইসলাম এর সক্রিয় সদস্য।

১৯২০ সালে জব্বলপুরে 'দৈনিক তাজ' পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ।

১৯২১ সালে দিল্লি গমন ও ইংরেজি, আরবি, হাদিস, ফেকাহও তাফসীর অধ্যয়ন।

১৯২২ সালে জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম এর মুসলিম পত্রিকার সম্পাদক।

১৯২৩ সালে মুসলিম পত্রিকা বন্ধ হলে ভুপালে গমন ও গভীর অধ্যয়ন শুরু।

১৯২৪ সালে "হামদর্দ" ও "আলজমিয়ত" পত্রিকায় সম্পাদনার ভার গ্রহন।

১৯২৫ সালে মাওলানা আহমদ সাঈদের 'আলজমিয়ত' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক।

১৯২৭ সালে ২৪ বছর বয়সে "আল জিহাদ ফিল ইসলাম" গ্রন্থ প্রনয়ন।

১৯২৮ সালে জমিয়ত কংগ্রেসকে সমর্থন করায় তাঁদের পত্রিকা থেকে ইস্তফা।

১৯৩০ সালে হায়দারাবাদে প্রত্যাবর্তন এবং "ইসলাম পরিচিত" গ্রন্থ রচনা।

১৯৩১ সালে বই লেখনীতে আত্মনিয়োগ।

১৯৩২ সালে হায়দারাবাদ থেকে "মাসিক তরজুমানুল কোরআন" প্রকাশ।

১৯৩৩ সালে "ইসলামী তাহযিব আওর ইসকে ওসুল ও মুবাদি " গ্রন্থ প্রনয়ন।

১৯৩৩ সালে "ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা ও তাকদীরের হাকিকত" গ্রন্থ প্রণয়ন

১৯৩৩-৩৮ সালে "ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব" গ্রন্থ প্রণয়ন।

১৯৩৩-৩৮ সালে তাফহীমাত ১ম,২য় খণ্ড গ্রন্থ প্রণয়ন।

১৯৩৪-৩৫ সালে ইসলামি দাওয়াত জনসম্মুখে তুলে ধরার সূচনা।

১৯৩৫ সালে স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রন গ্রন্থ প্রণয়ন।

১৯৩৬ সালে কবি আল্লামা ইকবালের সাথে মত বিনিময়ের সূচনা।

www.pathagar.com

১৯৩৬ সালে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা খসড়া প্রনয়ন।

১৯৩৬-৩৭ সালে ইসলাম পরিচিতি, সুদ, ও পর্দা গ্রন্থ প্রণয়ন।

১৯৩৮ সালে হায়দারাবাদ থেকে পূর্ব পঞ্জাবের পাঠান কোর্টে হিজরত।

১৯৩৮ সালে পাকিস্তানের স্বপ্ন দ্রষ্টা কবি আল্লামা ইকবালের পরামর্শে দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠা।

১৯৩৮ সালে আল্লামা ইকবালের সাথে প্রথম সাক্ষাৎ।

১৯৩৯ সালে "মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশামাকাশ" প্রবন্ধ প্রকাশ।

১৯৩৮ সালে "ইসলাম ও জাতিয়তাবাদ" গ্রন্থ প্রকাশ।

১৯৩৮ সালে হাকীকত সিরিজের গ্রন্থ প্রকাশ।

১৯৩৯ সালে তাজদীদ ও এইয়ায়ে দ্বীন, ইসলামী ইবাদতের পর তাহককী গ্রন্থ রচনা।

১৯৩৯ সালে ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ ও ইসলামী ইবাদতের মর্মকথা রচনা।

১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা খসড়া প্রণয়ণ কমিটির সদস্য

১৯৪০ সালে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে "ইসলামী বিপ্লবের পথ' শীর্ষক আলোচনা।

১৯৪০ সালে "ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন" গ্রন্থ প্রণয়ন।

১৯৪১ সালের ২৬ শে আগষ্ট ৭৫ জন লোক নিয়ে "জামায়াতে ইসলামী" প্রতিষ্ঠা।

১৯৪১ সালের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জামায়াতের আমির নির্বাচিত।

১৯৪১ সালে "কুরআনের চারটি পরিভাষা" "ইসলাম ও জাহিলিয়াত " প্রণয়ন

১৯৪১ সালে "নয়ানেজামে তালিম" "অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান" রচনা।

১৯৪১ সালে "একটি সত্যনিষ্ঠ দলের প্রয়োজন" গ্রন্থ রচনা।

১৯৪২ সালে জামায়াতের কেন্দ্রীয় অফিস লাহোর থেকে দারুল ইসলামে স্থানান্ত র।

১৯৪২-৪৭ সালে "রাসায়েল ও মাসায়েল" এবং "শান্তির পথ গ্রন্থ" প্রকাশ।

১৯৪৩ সালে বিখ্যাত আন্দোলনমুখী তাফসীর গ্রন্থ "তাফহীমুল কোরআন" রচনা শুরু।

১৯৪৩ সালে "একমাত্র ধর্ম" ও "ইসলমী আইনে মুরতাদের শাস্তি" গ্রন্থ প্রণয়ন।

১৯৪৪ সালে "ইসলামের নৈতিক দৃষ্টিকোন" ও "শিরকের হাকীকত" গ্রন্থ প্রণয়ন

www.pathagar.com

১৯৪৪-৪৬ সালে ইসলামী আন্দোলনকে সুসংগঠিত ও সুদৃঢ়করনের উদ্যোগ।

১৯৪৫ সালে "তাওহীদের হাকিকত" "সমাজতন্ত্র ও ইসলাম" গ্রন্থ রচনা।

১৯৪৬ সালে "সত্যের সাক্ষ্য" "ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি" গ্রন্থ প্রকাশ।

১৯৪৭ এ পাকিস্তান ভারত ভাগ হওয়ার পর জামায়াতও দুই ভাগ হয়ে যায়।

১৯৪৭ সালে ২৪০ জন নিয়ে জামায়াতে ইসলামী হিন্দ ও ৩৮৫ জন রুকন নিয়ে জমায়াতে ইসলামী পাকিস্তান গঠন।

১৯৪৭ সালের শেষের দিকে জমিয়তে তালাবা (ছাত্রসংগঠন) প্রতিষ্ঠা হয়।

১৯৪৭ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে জামায়াতের কেন্দ্রীয় অফিস শহরে স্থানান্তর।

১৯৪৭ সালে রিক্তহস্ত ও ছিন্নমূল অসহায় মুহাজিরিনের জন্য পুনর্বাসনের উদ্যোগ।

১৯৪৭ সালে রেডিও পাকিস্তান থেকে কুরবানির উপর মাওলানার প্রথম বেতার ভাষণ।

১৯৪৭ সালে জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত। ভাঙ্গা ও গড়া তাকওয়ার হাকীকত রচনা।

১৯৪৮ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ৫ মাস পরে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শুরু।

১৯৪৮ সালে ৬ ই জানুয়ারী পাকিস্তান আইন কলেজে ভাষণে ইসলামি দাবি পেশ।

১৯৪৮ সালে ৬ ই মার্চ ভাষনে ইসলামি শাসনব্যবস্থার জন্য ৪ দফা দাবি পেশ।

১৯৪৮ সালে ইসলামি শাসনের দাবিতে সভা সমাবেশ ও জনমত গঠনে অভিযান।

১৯৪৮ সালে মওলানা কাশ্মীরের জিহাদকে হারাম বলেছেন বলে মিথ্যা অভিযোগ।

১৯৪৮ সালের ১২ ই অক্টোবর মাওলানাকে সহ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার ও কারাগারে প্রেরণ

১৯৪৯ সালের ১২ মার্চ জামায়াতের আন্দোলনের ফলে সরকারের আদর্শ প্রস্তাব প্রকাশ।

১৯৪৯ সালে ৬-৮ ই মে জামায়াতের প্রথম নিখিল পাকিস্তান সম্মেলন।

১৯৪৯-৫০ সালে "সুদ -২য় খণ্ড"। "ভুমি মালিকানার বিধান" গ্রন্থ প্রনয়ন।

১৯৪৯-৫০ সালে "জাতীয় মালিকানা" ও "পাকিস্তান আওরাত দুরাহে" গ্রন্থ রচনা ?

১৯৫০ সালের ২৮ শে মে মাওলানার কারামুক্তি।

১৯৫০ সালে সারাদেশে জনসভায় বক্তৃতা দান।

www.pathagar.com

১৯৫০ সালে বক্তৃতায় শাসনতন্ত্র ইসলাম সম্মত না-হওয়ায় সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

১৯৫১ সালে করাচিতে ঐতিহাসিক সর্বদলীয় উলামা সম্মেলন।

১৯৫১ সালে ওলামা সম্মেলনে ২২ দফা শাসনতান্ত্রিক সুপারিশ গৃহীত।

১৯৫১ সালে করাচিতে হয় নিখিল ২য় পাকিস্তান জামায়াতের সম্মেলন।

১৯৫২ সালে শাসনতন্ত্র প্রণয়নে গণপরিষদের কাছে ৮ দফা দাবি পেশ।

১৯৫২ সালে ইসলামি শাসনতন্ত্রের জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন।

১৯৫২ সালে কাদিয়ানিদেরকে সংখ্যালঘু ঘোষাণার দাবিতে সর্বদলীয় সম্মেলনে অংশগ্রহন।

১৯৫৩ সালে ফেব্রুয়ারিতে সর্বদলীয় সম্মেলনে কাদিয়ানিদের বিরুদ্ধে "ডাইরেক্ট অ্যাকশন" গঠন।

১৯৫৩ সালে ডাইরেক্ট একশ্যান কমিটির বিরোধিতা ও সম্মেলন বর্জন।

১৯৫৩ সালে "কদিয়ানি সমস্যা" শীর্ষক পুস্তিকা প্রণয়ন।

১৯৫৩ সালর ২৮ শে মার্চ সামরিক আইনে মাওলানাকে গ্রেপ্তার।

১৯৫৩ সালের ১১ ই মে সামরিক আদালতে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা।

১৯৫৩ সালে সারা বিশ্বে আন্দোলনের মুখে মৃত্যুদণ্ড বাতিল করে যাবজ্জীবন কারা দণ্ড প্রদান।

১৯৫৩ সালে আরও প্রতিবাদের মুখে যাবজ্জীবন কমিয়ে সাড়ে তিন বছর কারাদন্ড প্রদান।

১৯৫৫ সালে ২৯ শে এপ্রিল মাওলানার মুক্তি লাভ।

১৯৫৫ সালে নভেম্বরে করাচিতে জামায়াতের ৩য় নিখিল পাকিস্তান সম্মেলন।

১৯৫৬ সালে ইসলামি শাসনতন্ত্রের জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন।

১৯৫৬ সালে দুই মাস ব্যাপি পূর্বপাকিস্তানে সফর ও এর সমস্যাবলী আলোচনা।

১৯৫৭ সালে মাছিগোটে জামায়াতের নিখিল পাকিস্তান সদস্য সম্মেলন।

১৯৫৮ সালে ৭ই অক্টোবর লাহোরে বক্তব্যের প্রেক্ষিতে সরকারের সামরিক শাসন জারি।

১৯৫৯ সালে তাফহীমুল কুরআনের জন্য কোরআনে বর্নিত স্থান গুলোতে ভ্রমন।

১৯৫৯ সালে মাওলানার প্রথম হজ্জ ব্রত পালন ও মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমন।

১৯৫৯ সালে মুসলিম দেশগুলোতে মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের উপর ভাষণ প্রদান।

১৯৬০ সালে ডিসেম্বরে সৌদি বাদশার আমন্ত্রনে সৌদি আরব গমন।

১৯৬০ সালে সৌদিতে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় খসড়া পরিকল্পনা পেশ।

১৯৬১ সালে আইয়ুব খান কর্তৃক প্রবর্তিত পারিবারিক আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন।

www.pathagar.com

১৯৬১ সালে আফ্রিকা সফরে সরকারের বাঁধা প্রদান।

১৯৬১ সালে হাদিস অমান্য কারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

১৯৬২ সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব ইসলামি সম্মেলনে যোগদান।

১৯৬২ সালে বিশ্ব "রাবেতায়ে আলমে ইসলামি" প্রতিষ্ঠার রুপরেখা দান।

১৯৬২ সালে রাবেতায়ে আলম প্রতিষ্ঠা ও আজীবন সদস্য নির্বচিত (কমিটির)।

১৯৬৩ সালে লাহোরে নিখিল পাকিস্তান জামায়াত এর সম্মেলন বন্ধে সরকারের ব্যর্থ চেষ্টা।

১৯৬৩ সালে লাহোরে সম্মেলনে বক্তৃতা কালে গুলিবর্ষন ও জামায়াত কর্মীর শাহাদাত।

১৯৬৪ সালে ৪ঠা জানুয়ারি জামায়াত নিষিদ্ধ ও মাওলানা সহ সূরা সদস্যগণ গ্রেপ্তার।

১৯৬৪ সালে ১৯ শে জানুয়ারি জামায়াতের সকল রেকর্ডপত্র বাজেয়াপ্ত করণ।

১৯৬৪ সালে জামায়াতের বিরুদ্ধে সরকারি প্রচারনা তীব্রকরণ।

১৯৬৪ সালে ২৫ শে জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সরকারের পদক্ষেপ বেআইনী ঘোষণা।

১৯৬৫ সালে মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যলয়ের বৈঠকে অংশগ্রহনের পূর্বে পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত।

১৯৬৫ সালে ভারত কর্তৃক পাকিস্তান আক্রমন। রেডিও পাকিস্তানে জিহাদের উপর মওলানার ৬টি ভাষণ।

১৯৬৫ সালে যুদ্ধে জামায়াতের পক্ষ থেকে উদ্ধাস্তুদের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকার ত্রান।

১৯৬৬ সালে লাহোরে সর্বদলীয় জাতীয় সম্মেলনে তশখন্দ চুক্তির সমালোচনা।

১৯৬৬ সালে আলোচিত ও অনবদ্য গ্রন্থ "খিলাফত ও রাজতন্ত্র" রচনা।

১৯৬৬ সালে মাওলানার পূর্ব পাকিস্তান সফর ও দেশের সমস্যা নিরুপণ।

১৯৬৬ সালে রাবেতা আলমে ইসলামির বৈঠকে কাশ্মীর নিয়ে মাওলানার পুস্তিকা বিতরন।

১৯৬৭ সালে ঈদের চাঁদ দেখা নিয়ে মাওলানা-সহ ৪ জন খ্যাতনামা আলেম গ্রেপ্তার।

১৯৬৭ সালে ১৯ শে জানুয়ারি গ্রেপ্তারের পর কয়েকদিন গুম করে রাখা হয়।

১৯৬৮ সালে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে মাওলানার লন্ডন গমন।

১৯৬৮ সালে লন্ডনে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে মাওলানার ভাষণ।

www.pathagar.com

১৯৬৮ সালে UK ইসলামিক মিশনে বিশ্বের সকল দেশের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে মাওলানার ভাষণ।

১৯৬৯ সালে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে আইয়ুব খান কতৃর্ক গোলটেবিলে বৈঠকে যোগদান।

১৯৬৯ সালে ২২ ফেব্রুয়ারি ছাত্রসমাবেশে বলেন, আল্লাহ ছাড়া সামরিক শক্তিকে ক্ষমতাচ্যুত করা আন্দোলনের মাধ্যমে কঠিন।

১৯৬৯ সালে মরক্কো ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে যোগদান।

১৯৭০ সালে ১৭ ই জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানে নবম সফর।

১৯৭০ সালে মাওলানা ঘোষিত "শওকাতে ইসলাম দিবস" পালিত ।

১৯৭০ সালে ১৮ ই জানুয়ারি মাওলানার ঢাকার পল্টন সমাবেশে হামলায় ২ জন ছাত্র নিহত। ৫০০ জনের বেশি আহত।

১৯৭০ সালে ৫/এ যায়দার পার্কে শেষ বিকেলের আসরে ছুরি হাতে যুবকের মাওলানাকে হত্যার চেষ্টা।

১৯৭০ সালের ২৮ জুন মাওলানার ঢাকায় ১০ম সফর। এটাই শেষ সফর।

১৯৭০ সালে পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় পরিষদ নির্বাচন। জামায়াত-সহ সকল দলের অংশগ্রহন।

১৯৭১ সালে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির (আওয়ামীলীগ-মুজিব) হাতে ক্ষমতা দিতে বিবৃতি।

১৯৭২ এ জুন মাসে বিখ্যাত তফসির গ্রন্থ তাফহীমুল কুরআন রচনা সমাপ্ত।

১৯৭২ অবিরাম অসুস্থতার কারনে জামায়াতে ইসলামীর আমিরের পদ থেকে ইস্তফা।

১৯৭৪ সালে ফেব্রুয়ারিতে লাহোরে ইসলামি সম্মেলনে রাষ্ট্রপ্রধানের অংশগ্রহনে যোগদান।

১৯৭৪ সালে ইসলামি সম্মেলনে মুসলিম শাসকদের উদ্দেশ্যে মেমোরেন্ডাম পেশ ১২ দফা।

১৯৭৪ সালে এপ্রিলে সস্ত্রীক USA সফর, ইসলামি ব্যক্তিদের সাক্ষাৎ ও সম্মেলনে ভাষণ।

১৯৭৭ সালের ৪ঠা জুলাই সেনাপ্রধান জিয়াউলের ক্ষমতা গ্রহণ, ইসলামি বিধান প্রবর্তনের পদক্ষেপ।

১৯৭৭ সালে ৬ষ্ঠ প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক ছিলেন মওদূদীর অনুপ্রাণিত ব্যাক্তি।

১৯৭৯ সালে কিং ফয়সাল এ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হন এবং প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ ইসলামি গবেষণায় দান।

www.pathagar.com

১৯৭৯ সালে ছেলে ডা. আহমদ ফারুক মওদূদীর সাথে স্বস্ত্রীক চিকিৎসার জন্য USA গমন।

১৯৭৯ সালের ৪ঠা আগষ্ট পেটের আলসার অপারেশন হয় ও সুস্থ হন।

১৯৭৯ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর হঠাৎ হার্ট এটাক করেন।

১৯৭৯ সালের ২২ সেপ্টেম্বর মিলার ফ্লাওয়ার হাসপিটালে ইন্তিকাল করেন।

১৯৭৯ সালের মৃত্যু পর্যন্ত তার বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

১৯৭৯ সালের ২৬ শে সেপ্টেম্বর সকাল ১০ টায় গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে জানাযা।

১৯৭৯ সালের ২৬ শে সেপ্টেম্বর ৫-এ যাইলদার প্যার্কের বাসগৃহের সামনে দাফন।

www.pathagar.com

একটি সাক্ষাৎকার [২৯]

প্রশ্নঃ আপনি আপনার জীবনের অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কিছু বলবেন কি?

উত্তরঃ আমার ডাইরী লেখার অভ্যাস নেই এবং এ সব বিষয়ে কোন দিন বসে চিন্তাও করিনি। সুযোগ বুঝে কোন কথা হয়ে যায়। আলাপ-আলোচনা প্রসঙ্গে কোন ঘটনার উল্লেখ করে ফেলি। কিন্তু কোন দিনও এ সবের কোন তালিকা প্রস্তুত করিনি এবং এ সব নিয়ে কোন চিন্তাও করিনি। কখনও বা হঠাৎ কোন অসাধারণ কথা এসে পড়ে। নতুবা সাধারণত আমি কোন বিষয়ে অধিক আনন্দও করিনা এবং বিমর্ষ হয়েও পড়ি না।

প্রশ্নঃ এমন অবস্থা কি আপনার কখনো হয়েছে যাতে খাওয়া-দাওয়ার খুব কষ্ট হয়েছে?

উত্তরঃ জি না, এমন তো হয়নি। এর জন্যে খোদার শোকর। তবে একবার মাত্র এমন হয়েছিলো যে, আজ বুঝি অনাহারে থাকতে হয়। কিন্তু উপোস থাকবার আগেই আল্লাহ তায়ালা কিছু না কিছু ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। খোদার শোকর যে, আজ পর্যন্ত সে অবস্থা হয়নি। তার কারণ এই যে, বহুকাল একাকী বাস করেছি এবং অনেক সময়ে নিজ হাতে রান্নাও করেছি। আবার অনেক সময় কাজে এত ব্যস্ত থাকতে হয়েছে যে, রান্না করার অবসর পাইনি। খাবার সময় হলে কলা এনে খেয়ে নিয়েছি।

প্রশ্নঃ আপনি কখন বেশিক্ষন ধরে বসে কাজ করতেন এবং কত ঘণ্টা?

উত্তরঃ আমি সব সময় কাজ করতে পারি। কিন্তু যখন দেখি যে, দিনের বেলায় অবসর নেই, তখন রাতেই কাজ করি। এমন এক সময় ছিলো, যখন ইশার নামাযের পর থেকে ফযরের নামাজ পর্যন্ত কাজ করেছি। এ সময়ের মধ্যেও লোকজন দেখা করতে আসতো, কথাবার্তা চলতো।

প্রশ্নঃ এ আন্দোলনের কাজে এবং এই অবস্থায় আপনি স্বাস্থ্যের প্রতি কিরুপ লক্ষ্য রাখতেন?

উত্তরঃ স্বাস্থ্য সম্পর্কে কিছুকাল পর্যন্ত আমি বেপরোয়া ছিলাম। বরং এক সময়ে তো আমি এই চিন্তা করে কাজ করতাম যে আমাকে আমার সকল শক্তি প্রয়োগ করতে হবে, ফলাফল যাই হোক না কেন। সে সময়ে আমি মরিয়া হয়ে কাজ করতাম। কোনই পরোয়া করতাম না যে শরীর ও

www.pathagar.com

স্বাস্থ্যের উপর কি চাপ পড়বে। ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত এভাবেই কাজ করে গিয়েছি। একা করেছি। সাহায্য করার কেউ ছিলো না। আমি অনুভব করছিলাম যে একাজ চলুক না চলুক যতটুকু করতে পারি করে ফেলি। অবশ্য ভরসা তো ছিলো না যে কোন সহকর্মী পাওয়া যাবে এবং কাজ করছি তা সফল হবে।

প্রশ্নঃ সহকর্মী পাওয়াতে এবং আন্দোলনের কাজ বেড়ে চলাতে আপনার আনন্দ হয়েছিলো?

উত্তরঃ জি হ্যাঁ,এ তো অতি স্বাভাবিক কথা।

প্রশ্নঃ প্রথমবার যখন জেলে পাঠানো হয়, তখন আপনার প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিলো?

উত্তরঃ আমি প্রথম থেকেই মনে করে রেখেছিলাম যে, এ পরিস্থিতি অবশ্য অবশ্যই আসবে এবং এ আমার ধারণার অতীত ছিল না। বরং আমি এই ধারণাই করেছিলাম। এতে আমার কোন দুঃখও ছিল না।

প্রশ্নঃ প্রথমবার যখন আপনি জেলে গেলেন এবং বিশ মাস জেলে থাকার পর যখন বেরিয়ে এলেন, তখন আপনার মনের অবস্থা কি ছিল?

উত্তরঃ সে সময়ে কোন বিশেষ সুখ অথবা দুঃখ অনুভব করিনি। পরম আরামে জেলে বসে কাজ করতাম। প্রতি ছ'মাস পর গভর্নমেন্ট আমার বন্দী জীবনের মেয়াদ বর্ধিত করত। এমন কখনো হয়নি যে, আমি দিন গুণছিলাম এবং অবশেষে মুক্তির দিন এসে গেছে। আমি স্থির নিশ্চিত ছিলাম যে, তারা আমাকে কিছুতেই মুক্তি দেবে না। আমি প্রথম থেকেই তৈরি থাকতাম যে, ছ'মাস পর আবার মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়া হবে। সে সময়ে যাদের হাতে ক্ষমতা ছিল, আমার জানা ছিল তারা কোন ধরনের লোক। এ জন্যে আমি আশাই করতে পারতাম না যে, ছ'মাস পর মেয়াদ বাড়ানো হবে না। প্রতিবার মেয়াদ যে বাড়িয়ে দেয়া হতো, তা আমি ধারণাই করতাম এবং তারপর আবার নিশ্চিন্তে কাজ করতে শুরু করতাম। মুক্তির জন্যে কোন উদ্বেগ হতো না।

প্রশ্নঃ আপনি কি মনে করেছিলেন যে, আপনার মৃত্যুদন্ড হবে? যখন মৃত্যুদন্ডের সংবাদ পেলেন, তখন মনের অবস্থা কেমন হয়েছিলো?

উত্তরঃ আসল কথা, এ ঢাক-ঢোল পিটে বলার বিষয় নয়। এ প্রশ্নের জবাবে আজ যা কিছু বলবো, কাল হয়ত তাঁর উল্টো অর্থ করা হবে। মোটকথা, বহুদিন থেকে এ বিষয়ে প্রত্যাশী ছিলাম যে, মৃত্যু যদি আসে তো তা

www.pathagar.com

পরের অধ্যায়টাও একবার দেখে নেব। এ জন্যে আমার বেশ আনন্দ হচ্ছিল যে, একে তো মৃত্যুদ্বারা অতিক্রম করে পরপারের দৃশ্য দেখার সুযোগ আমার হবে। দ্বিতীয়ত আখেরাতের নাজাত সুনিশ্চিত করার জন্যে যে আমাকে শহীদ করে দেবে আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। বরং আমি এক ধরনের আনন্দ অনুভব করতাম। অবশ্য আমি এ কথাও ভাবতাম যে, হয়ত এরা আমাকে ফাঁসি দেয়ার সাহসই করবে না। আবার পরক্ষণে এও মনে হতো যে, এদের উপরে বিশ্বাসই বা কোথায়? এরা তো আমার থেকে মুক্তি পেতে চায়। কারণ আমার অস্তিত্ব এদের কাছে অসহনীয় হয়ে পড়েছে। এ জন্যে হতে পারে যে, এবারের সুযোগ তারা গ্রহণ করবে। আমার ও ইচ্ছা ছিল যে তাই হোক। সে জন্যে আমি নিশ্চিত এবং আনন্দিত ছিলাম।

প্রশ্নঃ আপনার জীবনে এমন কোন বিশেষ ঘটনা ঘটেছিল কি যা আপনার জীবনের মোড় এদিকে ফিরেয়ে দিয়েছে?

উত্তরঃ আমি এরূপ লোকই নই যে, কোন বিশেষ ঘটনা আমার জীবনের মোড় পরিবর্তন করে দেবে। আমি ধীর-স্থির চিত্তে গবেষণা করে ক্রমশ এদিকে অগ্রসর হই। একটি মাত্র বিশেষ ঘটনা আমাকে অত্যন্ত বিচলিত করেছিল। হায়দারাবাদে নয় বছর অতিবাহিত করার পর যখন ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে আমি দিল্লী পৌঁছি, তখন আমি অনুভব করি যে, এ সময়ের মধ্যে মুসলমানগণ ইসলাম থেকে অতি দ্রুত সরে পড়েছে। দিল্লীতে যা অনুভব করলাম, হায়দারাবাদে সে অবস্থা ছিল না। মুসলমান সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা প্রকাশ্যে বাজারে চলাফেরা শুরু করেছিল, যাদের সম্পর্কে আমি এতটা চিন্তাও করতে পারিনি। এটা আমাকে খুবই বিচলিত করে। দিল্লীর অবস্থা দেখে আমার রাতে ঘুম আসত না, যে একি হলো। নয় বছরে এতো পরিবর্তন? এ এমন সময়ের অবস্থা যখন কংগ্রেস সরকার স্থাপিত হয়েছিল, যার ফলে চারদিকে শুধু হিন্দুদের প্রাধান্যই চোখে পড়ত। এ পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। ১৯৩৭ সালে আমি দিল্লী থেকে যখন ট্রেনে হায়দারাবাদ রওয়ানা হই, তখন একজন হিন্দু নেতা আমার সহযাত্রী ছিলেন। কিছু মুসলমান তার সঙ্গে আলাপ করতে লাগল। তাদের আলাপ-আলোচনায় মনে হলো যেন কংগ্রেস নেতারাই এ দেশের কর্তা এবং মুসলমানরাই তাদের প্রজা। যেন এরা ভিখারী এবং তাঁরা দাতা। তাদের আলাপ-আলোচনা নীরবে শুনতে লাগলাম। মুসলমানদের ভবিষ্যত অবস্থা কী হবে তাঁর একটা পূর্ণ চিত্র আমার চোখের সামনে

www.pathagar.com

ভেসে উঠলো। এই ঘটনার পর আমি 'সিয়াসী কাশ্‌মকাশ্‌-১ম খন্ড' রচনা করি। হায়দারাবাদে বসে সংবাদপত্রের মাধ্যমে যে অবস্থার সঠিক ধারণা আমি করতে পারিনি এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এবং চারদিকে ঘুরে ফিরে তা সঠিকভাবে অনুভব করতে পারলাম। এটা আমাকে সংগঠিত উপায়ে সংগ্রাম-প্রচেষ্টার অনুপ্রেরণা জোগায়। (চেরাগে রাহ-ইসলামী আন্দোলন সংখ্যা)

মাওলানার প্রিয় গ্রন্থঃ [৩০] 'আমি জাহিলিয়াতের যুগের অনেক বই-পুস্তক পড়াশুনা করেছি। প্রাচীন ও আধুনিক দর্শন,বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে বহু সংখ্যক বই-পুস্তকের আলমারী উজাড় করে পড়াশুনা করেছি। কিন্তু যখন চোখ খুলে কোরআন পাক পড়লাম, তখন সত্যিই মনে হলো যে, এ যাবত যা কিছু পড়াশুনা করেছি তা সবই অতি নগন্য। জ্ঞানের মূল এখন আমার হস্তগত হয়েছে। কান্ট, হেগেল, নিটশে, মার্কস এবং দুনিয়ার অন্যান্য শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীলগণ আমার কাছে একেবারে শিশু মনে হয়েছে। তাঁদের প্রতি করুণা হয় যে, তাঁরা যে সব সমস্যা সমাধানের জন্যে সারা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন এবং যে সবের উপরে বিরাট গ্রন্থ রচনা করেছেন, সে সবের সমাধান পেশ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। পক্ষান্তরে এ মহাগ্রন্থে (আল কোরআন) এ সব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান দু'এক কথায় পেশ করা হয়েছে। এ সব বেচারা যদি এ মহাগ্রন্থ সম্পর্কে অজ্ঞ না থাকতেন, তাহলে তারা তাদের জীবন এভাবে ব্যর্থ্যতায় কাটিয়ে দিতেন না। আমার সত্যিকার প্রিয় গ্রন্থ এই একটি। এ আমাকে একবারে বদলে দিয়েছে। পশু থেকে মানুষ বানিয়েছে। অন্ধকার থেকে টেনে বের করে আলোকে এনেছে। এমন এক প্রদীপ এ আমার হাতে দিয়েছে যে জীবনের যেদিকেই তাকাই না কেন, সত্য আমার কাছে এমনভাবে প্রতিভাত হয়ে পড়ে যে, তার মধ্যে কোন অস্পষ্টতা থাকে না। যে চাবি দিয়ে সব রকমের তালা খোলা যায় ইংরেজিতে তাকে বলে Master Key (মাষ্টার কী)। কোরআন আমার কাছে Master Key। জীবন সমস্যার যে তালাতেই তা আমি লাগাই তা চট করে খুলে যায়। যে খোদা এ মহাগ্রন্থ দান করেছেন, তাঁর শোকরিয়া আদায়ের ভাষা আমার নেই।'

'আন-নাদওয়া' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদভীর একটি পত্রের জওয়াবে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ৩১ শে মার্চ, ১৯৪০, যে পত্র লিখেন, তার মধ্যে উপরের মূল্যবান কথাগুলো ছিল।

www.pathagar.com

চলচিত্র প্রসঙ্গে মাওলানার বাণী[৩১]

প্রশ্নঃ কখনো কখনো চিত্ত বিনোদনের জন্যে সিনেমা দেখি। যৌন বা খারাপ অনুরাগে প্রভাবিত হয়ে যাই না। এ বিষয়ে আপনি কি বলেন?

জবাবঃ সিনেমার দৃশ্যাবলী বরদাশত করতে পারে শুধুমাত্র ঐসব চোখ, যা এখনো পূর্ণ মুসলমান হয়নি। আপনি চোখ দুটোকে মুসলমান বানানোর চেষ্টা করুন। তারপর সে সিনেমায় আপনার চিত্তবিনোদন হবে না। এমন কষ্ট হবে যে, মনে হবে, কে যেন চোখে সূঁচ ফুটিয়ে দিচ্ছে। (উল্লেখ্য তখনো ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী চলচিত্র নির্মিত হয়নি।)

www.pathagar.com

মাওলানার কিছু মূল্যবান বাণী [৩২]

"আমি অতীত ও বর্তমানের কারো কাছ থেকে দ্বীনকে বুঝবার চেষ্টা না করে সর্বদা কোরআন ও সুন্নাহ থেকে বুঝবার চেষ্টা করেছি। অতএব খোদার দ্বীন আমার ও প্রত্যেক মুমিনের কাছ থেকে কি দাবি করে-এ কথা জানার জন্যে দেখার চেষ্টা করি না যে, অমুক বুযুর্গ কি বলেন ও কি করেন। বরঞ্চ শুধু দেখার চেষ্টা করি যে, কোরআন কি বলে এবং তার রাসূল (সাঃ) কি করেছেন।"

-আবুল আলা মওদূদী

"আমরা প্রকৃতপক্ষে এমন একটা দল তৈরি করতে চাই, যারা একদিকে দ্বীনদারী পরহেযগারীতে পারিভাষিক দ্বীনদার মুত্তাকী থেকে হবে অধিকতর অগ্রসর এবং অপরদিকে দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা চালানোর জন্যে সাধারণ দুনিয়াদার থেকে হবে অধিকতর যোগ্যতা ও ক্ষমতাসম্পন্ন। সৎ লোকের এমন একটা দল গঠিত হওয়া উচিত, যারা লোকগুলো হবে খোদাভীরু, নিষ্ঠাবান ও বিশ্বস্ত। আর তারা ভূষিত হবে খোদার মনঃপূত চরিত্র ও গুণাবলীতে। তাঁর সাথে তাঁরা দুনিয়ার কাজ-কারবার বুঝতে পারবে দুনিয়াদারদের থেকে অধিকতর ভালোভাবে। "

-আবুল আ'লা মওদূদী

"আমার ও আমার সহকর্মী বন্ধুদের কাছে যখনই এ কথা পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, আমরা চুল বরাবর কোরআন ও সুন্নাহ থেকে সরে পড়েছি, তখন ইনশাআল্লাহ দেখবেন যে, আমরা হকের দিকে ফিরে যেতে এক মুহূর্তও ইতস্তত করব না। কিন্তু আপনারা যদি হক ও বাতিলের কষ্টিপাথর খোদার কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের পরিবর্তে কোন ব্যক্তিকে করেন, তাহলে আপনারা নিজেদেরকে ও নিজেদের ভবিষ্যত ব্যক্তির উপরেই সোপর্দ করুন। এর পূর্ণ অধিকার আপনাদের কাছে। অতঃপর খোদার কাছে এরুপ জবাব দিবেন, 'হে খোদা, আমরা আমাদের দ্বীনকে তোমার কিতাব ও তোমার রাসূলের সুন্নাতের পরিবর্তে অমুক ও অমুক লোকের উপরে ছেড়ে দিয়েছিলাম'। আপনাদের এ জবাব যদি আপনাদেরকে খোদার কাছ থেকে বাঁচাতে পারে, তাহলে তা সন্তুষ্ট চিত্তে করতে থাকুন।"

-আবুল আ'লা মওদূদী

"এ কাজ যদি আমরা দোকানদারীর মনোভাব নিয়ে করে থাকি, তাহলে আমাদের উপরে এবং আমাদের এ কারবারের উপরে হাজার হাজার লা'নত।

www.pathagar.com

আর যদি এটা ঐকান্তিকতার সাথে খোদার দ্বীনের খেদমত হয়, তাহলে আমাদের উপরে প্রত্যেকের খুশী থাকা উচিত যে, এ কাজ সে শুধু একাই করছে না বরং অন্যান্যরাও এতে লিপ্ত আছেন। আমাদের কাজ হচ্ছে এই যে, আমরা তাকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করব না। বার বার আমরা তার কাছে যাব, যাতে আল্লাহ তার মনকে ফিরিয়ে দেন।"

-আবুল আ'লা মওদূদী

"দ্বীনকে যেভাবে বিকৃত করা হচ্ছে, তা যদি আমি মেনে নিই এবং কিছু লোক আমাকে যেভাবে দেখতে চায়, আমি যদি তা হয়ে যাই, তাহলে এমন অপরাধী হবো যে, আল্লাহর কাছে আমাকে কঠিন জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে। সেদিন আমাকে কেউ সাহায্য করতে আসবে না। অতএব আমি তাদের ঠাট্টা-বিদ্রুপের পাত্র হওয়াকে শ্রেয় মনে করি আখেরাতে নিজেকে বিপন্ন করা থেকে।"

-আবুল আ'লা মওদূদী

"খোদা সাক্ষী আছেন, কোন ব্যক্তি অথবা দলের প্রতি আমার কোন শত্রুতা নেই। আমি শুধু সত্যের বন্ধু এবং মিথ্যার দুশমন। যা আমি সত্য মনে করেছি, তার সত্যতার যুক্তিও পেশ করেছি। যা মিথ্যা মনে করেছি, তারও যুক্তি উপস্থাপন করেছি। যিনি আমার সাথে একমত নন, তিনি যুক্তি দিয়ে আমার ভুল ধরে দিলে, আমি আমার মত পরিবর্তন করতে পারি। এখনো কিছু লোক এমন আছেন, যাঁরা শুধু এ জন্যে ক্রোধান্বিত হয়ে পড়েন যে, তাঁর অথবা তাঁদের প্রিয় নেতার বিরুদ্ধে কিছু বলা হয়েছে। অথচ তাদের বিবেচ্য এটা নয় যে, যা বলা হয়েছে তা সত্য না মিথ্যা। এরূপ লোকের ক্রোধবহ্নিকে আমি কোন পরোয়া করি না। আমি তাঁদের গালির জবাব দেবো না এবং আমার পথ থেকে বিচ্যুত হবো না।"

-আবুল আ'লা মওদূদী

"আমার স্পষ্টবাদিতা নিশ্চয়ই ঐ সব মহাত্মার কাছে কটু লাগবে, যারা মানুষকে সত্যের দ্বারা যাচাই করার পরিবর্তে সত্যকে মানুষের দ্বারা যাচাই করতে অভ্যস্ত। এর জবাবে আরো কিছু গালি খাবার জন্যে আমি নিজকে প্রস্তুত রেখেছি।"

-আবুল আ'লা মওদূদী

"আমার বড় দুঃখ হয়, মুসলমানদের নৈতিক অধঃপতন বর্তমানে এমন চরমে পৌঁছেছে যে, খোদার আইন-ভঙ্গকারীরা সদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অপরদিকে যারা

www.pathagar.com

রাব্বুল আলামীনের আইন মেনে চলে ও অপরকে চলতে বলে, আজ তাঁরাই হচ্ছে লাঞ্ছিত ও অপমানিত।"

-আবুল আ'লা মওদূদী

"খোদার ফযলে আমি ভাবাবেগে কোন কাজ করিনি। আমার বক্তৃতায় যা কিছু বলেছি, তার প্রতিটি শব্দ পরিমাপ করে বলেছি এ কথা চিন্তা করে যে, এর হিসাব খোদার কাছে দিতে হবে, কোন বান্দার কাছে নয়। আমি নিশ্চিত যে, সত্যের বিপরীত একটি শব্দও আমি বলিনি। যা কিছু বলেছি, তা দ্বীনের খেদমতের জন্যে ছিল একান্ত অপরিহার্য। আমার আশংকা হয়েছিলো যে, এ কথা বলার জন্যে নয়, বরং না বলার জন্যে আমাকে খোদার কাছে দায়ী হতে হবে।"

-আবুল আ'লা মওদূদী

"আমি তাদের মধ্যে নই, যারা মিথ্যা প্রচারণা, ব্যক্তিগত কোন্দল এবং গালাগালি করাকে নিজেদের পেশা বানিয়ে নিয়েছে। বুযুর্গানে কওমের পাগড়ি বহনকারী এবং রাজনৈতিক মতভেদকে ব্যক্তিগত শত্রুতায় পরিবর্তনকারীদের আচরণ আমি সর্বদাই ঘৃর্ণার চোখে দেখে এসেছি। আমাকে যাঁরা জানেন, তাঁরা এ সত্যটিও জানেন।"

-আবুল আ'লা মওদূদী

"আমি বসে গেলে দাঁড়িয়ে থাকবে কে?"

(১৯৬৩ সালে লাহোরে নিখিল পাকিস্তান জামায়াতের সম্মেলনে সরকারি গুন্ডা বাহিনীর গুলিবর্ষনের মুখে)

-আবুল আ'লা মওদূদী

"মৃত্যুর ফয়সালা যমীনে নয়, আসমানে হয়ে থাকে।"

(১৯৫৩ সালের ১১ই মে সামরিক আদালতে মাওলানার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা হলে সরকারের পক্ষ থেকে ক্ষমা চাইতে বললে)

-আবুল আ'লা মওদূদী

www.pathagar.com

মাওলানার চিঠি [৩৩]

সাইয়েদ আবুল খায়ের মওদূদী সাহেবের নামে। (মাওলানার বড় ভাই)

নতুন সেন্ট্রাল জেল, মুলতান, পাকিস্তান
১৬ ই মে, ১৯৪৯

ভাই সাহেব,
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।
আগামীতে আপনি যখনই আসবেন। সাথে করে বড় ছেলে দু'টিকে আনবেন। হাজী মিঞা (মাওলানার বড় ভাইয়ের ছেলে) আসতে চাইলে তাকেও আনবেন। এখানকার পরিবেশের একটা মন্দ প্রতিক্রিয়া হতে পারে, এটা মনে করে প্রথমত তাদেরকে আনতে নিষেধ করে দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন চিন্তা করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, তাদেরকে এ সব জায়গা দেখিয়ে দেয়া উচিত। এমনও হতে পারে যে, বর্তমান বংশধর থেকে ভবিষ্যতের বংশধর অধিকতর পথভ্রষ্ট হবে এবং তাদের মুকাবেলায় তখনকার লোকদের আমাদের চেয়ে কঠিন সংগ্রাম করতে হবে। আমি আমার ছেলেদেরকে বিলাসিতার জন্যে প্রতিপালন করতে চাই না। বরং ভালোর সেবা এবং মন্দের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্যে প্রতিপালন করতে চাই।

খাকসার (নিবেদক)
আবুল আ'লা মওদূদী

www.pathagar.com

আহমদ ফারুক মওদূদীর নামে (মাওলানার বড় ছেলে)

নতুন সেন্ট্রাল জেল, মুলতান, পাকিস্তান
৩০ শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯

প্রিয় পুত্র,

ও,আলায়কুমুস সালাম (পূর্বের সালামের জবাব দিয়েছেন)

জানি না আজ তোমাকে যে পত্রখানা লিখছি তা কবে তুমি পাবে। এর জন্যে অবশ্য আমিও চিন্তিত নই এবং তোমাদের চিন্তিত হওয়া উচিত নয়। চিঠি পাও, না পাও এবং কুশল জানতে পার আর না পার সকল অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকবে যে, আল্লাহ যাই করেন, মঙ্গলের জন্যে করেন। শয়তান তো এই চায় যে, আমরা যেন এ অবস্থায় অত্যন্ত ঘাবড়ে যাই এবং অধীর হয়ে পড়ি। কিন্তু খোদার উপর ভরসা করে শয়তানের এ চালবাজি আমাদের পরস্তা করা উচিত। তোমরা ভালভাবে চলছ, না মন্দভাবে চলছ, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমাদের ভালো-মন্দ অবস্থার কিছু যদি আমি জানতেও পারি, তো কিছুই করতে পারব না। এ জন্যে আমি তোমাদেরকে খোদার উপরে সোপার্দ করে ধৈর্য ধারণ করছি। আমি মনে করি আমার মৃত্যুর পর তোমাদের যেভাবে জীবন যাপন করতে হতো, ঠিক সেইভাবে এখনও করবে। খোদার এ এক শান যে, অন্যান্যকে তাঁদের অভিভাবকের মৃত্যুর পর যে অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়, আমার জীবদ্দশায় তোমাদেরকে সে অবস্থায় সম্মুখীন হতে হয়েছে। এ অভিজ্ঞতার জন্যে ভেঙে পড়ো না, বরং এ সুযোগ গ্রহণ কর। ইনশাআল্লাহ এ তোমাদের জন্যে মঙ্গলকর প্রমাণিত হবে।

খাকসার (নিবেদক)
আবুল আ'লা মওদূদী

www.pathagar.com

অন্যের দৃষ্টিতে মাওলানা মওদূদী: [৩৪]

মহিরুল কাদিরী - এর দৃষ্টিতে:

পাক-ভারতের বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক এবং মাসিক পত্রিকা 'ফারান'র সম্পাদক জনাব মাহিরুল কাদরী বলেন: "আমি মাওলানার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করি। আমার বিশ্বাস, লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি দ্বীনের যে খেদমত করছেন, বর্তমান যুগে তার তুলনা বিরল। এমন কি আরব দেশগুলিতে ও তাঁর তুলনা নেই।" মাওলানা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি আরও বলেন: "তিনি ইসলামি জগতের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ এবং মানুষের চিন্তাধারায় পরিবর্তন আনয়ন করেছেন-যিনি কোরআন ও সুন্নাহর ভাষ্যকার, সত্যের সহায়ক, সত্যবাদিতার মূর্ত প্রতীক, ইসলামি ঐতিহ্যের অস্পষ্ট চিত্রাবলীর রুপদানকারী, আল্লাহর দ্বীনের একনিষ্ঠ সেবক, যাঁর কথা ও কাজে পূর্ণ বিশ্বাস করা যায়, যাঁর সমগ্র যৌবনকাল দীনের কাজে উৎসর্গীকৃত এবং তাঁরই চিন্তা, গবেষণায়, শ্রম ও সাধনায় যিনি অকালবৃদ্ধ, যাঁর কথা ও লেখা শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশ কাল যাবত সত্যের আহ্বান জানিয়ে আসছে, এত বড় বিজ্ঞ আলিম-যিনি একই সময়ে কোরআন-হাদিস, ফিকাহ, ইলমে কালাম, দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, শাসনতন্ত্র, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণামূলক আলোচনা করতে পারেন-যিনি যুক্তির সম্রাট এবং জ্ঞানের সাগর, শুধু প্রাচ্যেরই নন পাশ্চাত্যের চিন্তাধারার সাথেও যিনি শুধু পরিচিতই নন বরং তাকে পরীক্ষা ও যাচাই করে দেখেছেন, যিনি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং রাসূল (সা:)-এর আনুগত্য পালনের আহ্বায়ক, মুলতান জেলের প্রাচীর চতুষ্টয় ও লাহোর দুর্গের অন্ধকার ফাঁসিকক্ষ যার আন্দোলন স্তব্ধ করতে পারেনি, কুফরের ফতোয়াবাজি যাঁর কণ্ঠরোধ করতে পারেনি, যিনি কোরআন ও সুন্নাহর কষ্টিপাথরে প্রত্যেক কথা ও কাজকে যাচাই-পর্যালোচনাকারী এবং কষ্টিপাথরে যা কিছুই ধরা পড়ুক তা যত বড় বিদ্বান পন্ডিতের বেলায় হোক না কেন, নির্ভয়ে প্রকাশকারী। দ্বীনের প্রতিষ্ঠা যাঁর ব্রত, সত্যের আহবান যাঁর কর্মসূচী এবং আল্লাহর সুন্তুষ্টি যাঁর লক্ষ্য-সত্য প্রচারের জন্যে যিনি সমগ্র জগতের রোষানলে ভীত শঙ্কিত নন এবং স্বীয় সুনাম নষ্টের ভয়ও যার নেই অজ্ঞ-অর্বাচীনরা তাঁর প্রতি নানা প্রকারের অপবাদ করলেও যিনি সবকিছুই ধৈর্য সহকারে উপেক্ষা করেছেন, যাঁর লেখনী উর্দু সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও পবিত্র করেছে এবং উর্দু ভাষার অমূল্য অবদান হয়ে রয়েছে বক্তৃতায় এক অভিনব প্রকাশ ভঙ্গিমার যিনি উদ্ভাবক এবং বক্তৃতাকালে মনে হয় যেন থমথমে

www.pathagar.com

আকাশ থেকে ঝটিকাপ্রবাহ ও স্ফুরণ-যাঁর নামে 'কাদিয়ানীবাদ' প্রকম্পিত ও হাদিস অবিশ্বাসকারীদের শ্বাসরোধ শুরু হয়, যিনি সুন্নাতের পরিপোষক ও শিরক-বিদয়াতের মূলোৎপাটক। যিনি জ্ঞান গরিমা ও অসাধারণ খ্যাতি থাকা সত্ত্বেও সাধারণ লোকের সঙ্গে বিনা-লৌকিকতায়, সরলতা ও মিষ্ট মধুর ভাষায় এমনভাবে মিশতে পারেন যেন অপরের সঙ্গে তাঁর কোন পার্থক্যই থাকে না। যিনি শুধু একজন আলিম, চিন্তাবিদ, বাগ্মী এবং গ্রন্থকারই নন,বরং এমন এক মর্দে মুজাহিদ মৃত্যুদন্ডাদেশ শ্রবণেও যাঁর কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি এর দৃষ্টিতে তিনি ইতিহাস-সৃষ্ট নন, বরং ইতিহাস-স্রষ্টা।"

বেগম মওদূদী (মাহমুদা খাতুন ২০০৩ সালের ৪ এপ্রিল ইন্তিকাল করেন) **এর দৃষ্টিতে:**

মওদূদী সাহেব একজন সাধারণ মানুষ। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁকে কোরআন এবং নবী চরিত্রের যে মাহাত্ম্য দান করেছেন, তাতে বিনা দ্বিধায় একথা বলা যায় যে, তাঁর প্রতিটি কার্যকলাপ কোরআন সম্মত। আমি ছিলাম গুমরাহ (অজ্ঞ) মওদূদী সাহেব আমার সামনে উদিত হন 'সিরাতুল মুস্তাকীমের' রাহবার হিসাবে।

তিনি ছিলেন নির্বাক, কিন্তু তাঁর কার্যকলাপই প্রতিমুহূর্তে সত্য পথের দিকে অনুপ্রেরণা যোগাতো। যদি তিনি মুখ খুলতেন, আমার প্রত্যেক কাজে বাঁধা দিতেন এবং প্রতিটি বিষয়ে অঙ্গুলি নির্দেশ করতেন, তাহলে আমার সংশোধন তো দূরের কথা, তাঁর সাথে জীবন যাপন কারাও আমার পক্ষে হয়তো সম্ভব হতো না। কিন্তু তা তিনি করেননি কোনদিন। এটাই ছিল তাঁর ইসলাম প্রচারের বিজ্ঞানসম্মত পন্থা, যা তিনি শিক্ষা অর্জন করেছিলেন কোরআন পাক থেকে। তিনি ছিলেন দুরদৃষ্টি সম্পন্ন, ধৈর্যশীল ও স্নেহশীল। আমার স্মরণ নেই যে, তিনি বিগত বছরগুলো 'আমর-বিল মারুফ' ও 'নাহী আনিল মুনকার' সম্পর্কে আমার প্রতি কোন কঠোর আদেশ করেছেন কি না। তাঁর চরিত্রের মাধুর্যই এই যে, কিছুকাল তাঁর সংস্পর্শে থাকলেই তাঁর মনঃপূত হওয়া যায়।

"মওদূদী সাহেব বাহ্যিক সংশোধন অপেক্ষা আধ্যাত্মিক সংশোধনের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি রাখেন। একবার তিনি কোথা হতে এসে শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহে শুয়ে পড়েন। এমন সময় আগন্তুক তাঁর সাথে দেখা করতে চাইলেন। আমি বললাম যে, তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। একথা শুনে মওদূদী সাহেব শুধু এতটুকু বললেন, "তুমি মিথ্যা কথা বলে ফেললে?"

www.pathagar.com

"একবার আমরা সবাই এক সঙ্গে খেতে বসেছি। আমি বড় ছেলেকে বলছিলাম, 'ব্যাটা নামাজ পড়ো (তখন সে ছোট ছিল)। নতুবা লোকে বলবে মওদূদী সাহেবের ছেলে নামাজ পড়ে না'।"

"তিনি বললেন, দেখ ব্যাটা, যখন নামাজ পড়বে, তখন একমাত্র আল্লাহর জন্যেই পড়বে, পিতার জন্যে না।"

"সন্তানের প্রতি এত স্নেহশীল যে, এমনটি আর কাউকে দেখিনি। যখনই তিনি বাড়িতে আসেন, প্রত্যেকের নাম ধরে ধরে ডাকতেন। দারুল ইসলামে আমাদের একটা টাঙা ছিল। তিনি নিজেই আমাকে এবং ছেলেদের নিয়ে সন্ধ্যার আগে বেড়াতে যেতেন। অন্য কারো সঙ্গে তাদের কখনো কোন স্থানে পাঠাতেন না, পাছে কেউ হঠাৎ টাঙা থেকে পড়ে যায়। একবার কি কারণে কোচওয়ানের সঙ্গে ছেলেদের পাঠানকোট পাঠিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি নদীর ধারে বেড়াতে যান। মাগরিবের আগেই নদীর ধার থেকে ফিরে এসে জানতে পারলেন যে, ছেলেরা তখনও ফিরেনি। তখন তিনি বাড়ির ভিতরে না এসে বাইরেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে রইলেন। ছেলেরা ফিরে এলে, তবে তাদের নিয়ে তিনি ভেতর এলেন।"

"সতেরো বছর বয়সে মওদূদী সাহেব পিতৃহীন হন। আল্লাহর অনুগ্রহে মা এখনও বেঁচে আছেন।"(বেগম মওদূদীর উপরোক্ত উক্তির পর ১৯৫৭ সালে মাওলানা মওদূদীর মাতা ইন্তিকাল করেন।)

"তিনি মায়ের এতদূর খেদমত করেন যে, এমন পুত্র সত্যিই বিরল। মায়ের কোন কিছু তাঁর মনঃপূত না হলে নীরব থাকতেন। কোনরুপ বিরক্তিও প্রকাশ করেননি। তাঁকে কোন মন্দ বললেও তিনি মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেন না। প্রতি মুহূর্তে তাঁর খেদমতের জন্যে প্রস্তুত থাকেন।"

"আমার পূর্ব পুরুষ বাদশাহ শাহজাহানের আমলে বোখরা থেকে দিল্লী আসেন। তখন থেকে পুরুষানুক্রমে দিল্লীতে বসবাস করার ফলে আমরা শহুরে জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। মাওলানা মওদূদী হায়দারাবাদ থেকে দারুল ইসলামে আসার পর আমার জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়।"

"আমাদের পরিবারসহ মাত্র তিনটি পরিবার নিয়ে দারুল ইসলামে বসতি শুরু হয়। সাদাসিধে গ্রামের ঘরবাড়ি। না সেখানে বৈদ্যুতিক আলো আছে, না পানির কল এবং না জীবন যাপনের অন্যান্য সহজ উপায়-উপাদান। এটা ছিল আমার জীবনে ধৈর্য্যশীলতার প্রাথমিক স্তর।"

www.pathagar.com

একবার আমাদের ঘরে জ্বালানী কাঠ ছিল না। মাওলানা সকালে নাশতা করে অফিসে চলে যান। তখন আমি বসে বসে ভাবতে লাগলাম কি করি। এমন সময়ে মাওলানা অন্দরে এসে বললেন, 'ব্যাপার কি, এমন চুপচাপ বসে রয়েছ যে?

বললাম, 'জ্বালানী কাঠ নেই, পাচিকা (রাধুনী) বসে আছে।' তিনি বললেন, ব্যাস এতটুকুতেই অধীর হয়ে পড়েছ? এই বলে একটা কুঠার হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ঘরের বাইরে কতকগুলি কাষ্ঠখন্ড পড়েছিল। তা নিজ হাতেই ফাড়তে শুরু করলেন। কুঠারের দু'এক ঘা মারতেই চারদিক থেকে লোকজন ছুটে এলো এবং অল্পক্ষণের মধ্যে জ্বালানি কাঠের স্তুপ হয়ে গেল।"

"এমনি একদিন কি কারণে ভিস্তিওয়ালা পানি দেয়নি। সেদিন ছিল আবার ভয়ানক গরম। আমি তো মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলাম। মাওলানা জানতে পেরে দু'টি বালতি হাতে কূপে চলে গেলেন এবং নিজ হাতেই পানি তুলে বালতি ভরতে লাগলেন। লোকজন তা দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে পানিতে বাড়ি-ঘরের সকল জ্যার ভরে দিল।"

www.pathagar.com

উপসংহার: ইসলামের জাগরণে মাওলানা মওদূদীর অবদান সুদূরপ্রসারী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। মুসলমানদের পতন যুগে পাশ্চাত্যের খোদাহীন মতবাদ ও চিন্তাধারা পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও আচার আচরণ যেভাবে মুসলমানদের মনমস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করে তাদের পাশ্চত্যের রাজনৈতিক প্রভূদের মানসিক গোলামে পরিণত করেছিল মাওলানা তার শক্তিশালী লেখনীর সাহায্যে পাশ্চাত্য মতবাদ ও চিন্ত াধারার অন্তঃসারশূন্যতা ও ধ্বংসকারিতা প্রমাণ করে তার প্রবল প্লাবন থেকে মুসলিম জাতিকে রক্ষা করেছেন। শুধু তাই নয় ইসলামকে একমাত্র গতিশীল, প্রানবন্ত ও মানবজাতির জন্য মঙ্গলকর পুর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে সুস্পষ্ট করে জগতের সামনে তুলে ধরেছেন। জগতের কোটি কোটি শিক্ষক, যুবক ও সুধী ইসলামকে পুর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে উপলব্ধি করে তার আলোকে নিজেদের মনমস্তিষ্ক ও চরিত্র গড়ে তুলেছেন। আজ সমগ্র বিশ্বে ইসলামের যে গুণরঞ্জন শোনা যাচ্ছে তা মাওলানার সাহিত্য ও বিশ্বজনীন ইসলামি দাওয়াতের ফসল।

মাওলানা মওদূদী (রহ:) ছিলেন আধুনিক মুসলিম বিশ্বের আলেমকুল শিরোমনি, ইসলামের নির্ভরযোগ্য মুখপাত্র। তিনি আজ দুনিয়ায় নেই। কিন্তু তার সাধনা, বিশ্বজনীন দাওয়াত, রেখে যাওয়া জ্ঞানের ফসল আজও তাঁকে অমর করে রেখেছে এবং রাখবে কিয়ামত পর্যন্ত। আমরা মহান আল্লাহর কাছে তাঁর জন্য দোয়া করি। আল্লাহ মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহঃ) কে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন। আমিন।

www.pathagar.com

দলিল

[১] বই- সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী- একেএম নাজির আহমেদ। পৃষ্ঠা:-০৫
[২] মাওলানা মওদূদী একটি জীবন একটি ইতিহাস- আব্বাস আলী খান। পৃষ্ঠা:-২৫,২৬
[৩] ঐ পৃষ্ঠা:-৩৩
[৪] ঐ পৃষ্ঠা:-৩৩
[৫] ঐ পৃষ্ঠা:-৩৪
[৬] সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মাওদূদী- একেএম নাজির আহমেদ পৃষ্টা:-০৫
[৭] ঐ পৃষ্ঠা:-০৯
[৮] ঐ পৃষ্ঠা:-১০
[৮.ক] ঐ পৃষ্ঠা:-১০
[৯] মাওলানা মওদূদীকে যেমন দেখেছি -গোলাম আযম পৃষ্ঠা:-১৯
[১০] ঐ পৃষ্ঠা:-১৯
[১১]https//:bn.m.wikipedia.org/wiki/সাইয়েদ_আবুল_আ'লা_মওদূদী
https//:en.m.wikipedia.org/wiki/Abul_A'la_Maududi
(Collect Time:Dec 1,2016 at 9.00 am)
[১২] মাওলানা মওদূদী একটি জীবন একটি ইতিহাস- আব্বাস আলী খান পৃষ্ঠা:-৭৪
[১৩] বই- শেষ বিকেলের আসর- আবুল আ'লা মওদূদী।
[১৪] শতাব্দির শ্রেষ্ঠ দায়ী ইলাল্লাহ- বই। মুহাম্মদ নুরুজ্জামান। পৃষ্ঠা:-২৭০
[১৫] ঐ । পৃষ্ঠা:-২৭০
[১৬] ঐ । পৃষ্ঠা:-২৭০
[১৭] ঐ । পৃষ্ঠা:-২৭১,২৭২
[১৭.১] মাওলানা মওদূদীকে যেমন দেখেছি- গোলাম আযম। পৃষ্ঠা:-৬৭,৬৮
[১৮ শতাব্দির শ্রেষ্ঠ দায়ী ইলাল্লাহ -বই। মুহাম্মাদ নুরুজ্জামান। পৃষ্ঠা:-২৯৭,২৯৮

www.pathagar.com

[১৯] Moududi:Thought and Movement; Sayed Asad Csilani page:191-195
[২০] সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী- একেএম নাজির আহমেদ পৃষ্ঠা:-৪৫
[২১ চিন্তার পুনর্গঠনে মওদূদী (রঃ) রচনাবলী- তমসুর হোসেন
[২২] মাওলানা মওদূদীকে যেমন দেখেছি- গোলাম আযম। পৃষ্ঠা:-৬৪
[২৩] ঐ পৃষ্ঠা:-৬৬
[২৪] ঐ পৃষ্ঠা:-৬৯,৭০
[২৫] মাওলানা মওদূদী একটি জীবন একটি ইতিহাস-আব্বাস আলী খান পৃষ্টা:-৪০২
[২৬] সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী- একেএম নাজির আহমেদ পৃষ্ঠা:-১০
[২৭] ঐ পৃষ্ঠা:-১৮,২২
[২৮] আধুনিক বিশ্বে ইসলামী জাগরণ ও মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারা- মুহাম্মাদ কামরুজ্জামান পৃষ্ঠা:-১৪১,৪২,৪৩
[২৯] মাওলানা মওদূদী একটি জীবন একটি ইতিহাস- আব্বাস আলী খান পৃষ্ঠা :-৩৮২-৩৮৫
[৩০] ঐ পৃষ্ঠা: ৩৯০
[৩১] ঐ পৃষ্ঠা: ৩৮১
[৩২] ঐ পৃষ্ঠা: ৩৭৫-৩৮০
[৩৩] ঐ পৃষ্ঠা: ৩৬৯-৩৭০
[৩৪] ঐ পৃষ্ঠা: ৩৪৩-৩৪৬

****

www.pathagar.com

স্যাম (SAM) পাবলিকেশন্স
E-mail : sampublications@gmail.com